গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

[খসড়া]

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন	১
২।	সংজ্ঞা	১
৩।	ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন	২
৪।	পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত ক্ষতির প্রতিকারের আবেদন ও প্রতিকার	২
৫।	নমুনা সংগ্রহের নোটিশ	২
৬।	অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাস	২
৭।	অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা	২
৮।	অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের কার্যালয়	৩
৯।	অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৩
১০।	সবুজ শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি	৩
১১।	হলুদ শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি	৩
১২।	কমলা শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি	৪
১৩।	লাল শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও জনমত যাচাই পদ্ধতি	৪
১৪।	পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ	৫
১৫।	অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন	৬
১৬।	ছাড়পত্র ব্যতিরেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহন	৬
১৭।	পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির গঠন ও কর্মপরিধি	৬
১৮।	অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর	৭
১৯।	আপীল দায়ের	৭
২০।	আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি	৭
২১।	আপীল শুনানী	৭
২২।	পরিবেশ নির্দেশিকা অনুসরণ	৮
২৩।	পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ	৮
২৪।	বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ	৮
২৫।	ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি	৮
২৬।	পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি	৮
২৭।	বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি	৮
২৮।	ফি প্রদানের পদ্ধতি	৮
২৯।	পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়	৮
৩০।	প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষণ (আইইই) সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষা, সামাজিক প্রভাব নিরূপন (এসআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং সংস্থার তালিকাভুক্তি	৯
৩১।	রহিতকরণ ও হেফাজত	১০

ফরম-১ প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র
ফরম-২ নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ
ফরম-৩ (ক) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ('সবুজ' শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
ফরম-৩ (খ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ('হলুদ' শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
ফরম-৩ (গ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ('কমলা' শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
ফরম-৩ (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ('লাল' শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
ফরম-৪ শিল্প বা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর অনুমতিপত্র
ফরম-৫ ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র
তফসিল-১ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ
তফসিল-২ বায়ুর মানমাত্রা
তফসিল-৩ পানির মানমাত্রা
তফসিল-৪ মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তফসিল-৫ যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তপসিল-৬ ঘ্রাণ মানমাত্রা
তফসিল-৭ পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
তফসিল-৮ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-৯ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা
তফসিল-১০ শিল্প শ্রেণী ভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-১১ পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি
তফসিল-১২ ছাড়পত্র আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি
তফসিল-১৩ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি
তফসিল-১৪শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণ বিষয়ে পালনীয় শর্তাবলী
তফসিল-১৫ শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের ইআইএ ও ইএমপি প্রতিবেদন তৈরীর নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ-.....বঙ্গাব্দ./.....খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং.....আইন/২০১৭ যেহেতু,বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) প্রণয়নের পর হইতে বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে, বিশেষত: ২০১০ সনের ৫০ নং আইনে উক্ত আইন ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হইয়াছে;

সেহেতু, প্রয়োজনের নিরিখে নতুন ও যুগোপযোগী বিধিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও আবশ্যকীয় বিবেচিত হওয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করিয়া তদস্থলে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।-**(১)** এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

(৩) ইহা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(অ)''অধিদপ্তর'' অর্থ আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(আ) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(ই) "আঞ্চলিক কার্যালয়" অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত কার্যালয়;

(ঈ)''আপীল কর্তৃপক্ষ'' অর্থ আইনের ধারা ১৪এবং বিধি ১৭ অনুসারে সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ;

(উ)''জেলা কার্যালয়'' অর্থ জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়;

(ঊ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঋ) ''ধারা'' অর্থ আইনের যে কোন ধারা;

(এ)''প্রধান কার্যালয়'' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় যাহা বর্তমানে পরিবেশ ভবন, ই-১৬ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় অবস্থিত;

(ঐ) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ও) "বিভাগীয় কার্যালয়" অর্থ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়;

(ঔ) "মহানগর কার্যালয়" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, পরবর্তীতে দেশের অন্য কোন মহানগরে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়;

(ক) "মহাপরিচালক" অর্থ আইনের ধারা ২(ড)-এ উল্লিখিত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(খ)''স্থিতিমাপ'' অর্থ মানমাত্রার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য;

(গ)''স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'' অর্থ সংবিধানে ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে গঠিত স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "প্রকল্প" অর্থ নির্ধারিত সময়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পিত কাজ;

(ঙ) "পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ)"অর্থ কোন প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পূর্বানুমান ও মূল্যায়নের একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া;

(চ) "প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই)"অর্থ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা;

(ছ) "পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)"অর্থ পরিবেশগত প্রভাব প্রশমণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;

(জ) "ব্যক্তি" অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ অথবা অংশিদারী কারবারী সংস্থা অথবা উহাদের প্রতিনিধি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "বিধি" অর্থ এই বিধিমালার যে কোন বিধি;

(ঞ) "আবাসিক এলাকা" সরকার কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত আবাসিক এলাকা যেখানে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পরিবার বসবাস করে।

৩। **ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্য হানিকর যানবাহন**।- তফসিল ৪ বা ক্ষেত্রমত তফসিল ৫-এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী যানবাহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বা স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত ক্ষতির প্রতিকারের আবেদন ও প্রতিকার**।- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি অথবা অন্য কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুসারে মহা-পরিচালকের নিকটআবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে মহা-পরিচালক ধারা ৮এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণেরমাধ্যমে আবেদন নিস্পত্তি করিবেন।

(৩) গণশুনানীর জন্য তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারী, অভিযুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিতে হইবে।

(৪) নোটিশের শুনানীঃ

(ক) নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অভিযোগকারী হাজির না হইলে মহা-পরিচালক আবেদন খারিজের আদেশ দান করিবেন;
(খ) যদি অভিযোগকারী হাজির হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হয় তবে মহা-পরিচালক এক তরফা আদেশ প্রদান করিবেন;

(গ) যদি উপ-বিধি ৪(ক) অনুযায়ী আবেদন খারিজ হয় তবে আবেদনকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে হাজির না হওয়ার কারণ উল্লেখপূর্বক পুনরায় আবেদন শুনানীর জন্য মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;
(ঘ) অনুপস্থিতির কারণ যুক্তি সংগত হইলে মহা-পরিচালক আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করিবেন।

(৫) মহা-পরিচালক প্রয়োজনে গণশুনানীর পূর্বে বা পরেতিনি বা তার নিযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগের বিষয়টি সরেজমিন যাচাই করিতে পারিবেন।

৫। **নমুনা সংগ্রহের নোটিশ**।-ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কারখানা বা প্রাঙ্গন বা স্থানের মালিক/দখলদার বা প্রতিনিধিকে ফরম-২ অনুসারে উক্ত কর্মকর্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন। নোটিশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা যাইবে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন।

৬। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাস**।- (১) অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইবে, যথা ঃ-

ক) সবুজ;
খ) হলুদ;
গ) কমলা এবং
ঘ) লাল

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের বিবরণ তফসিল-১ এ প্রদান করা হইয়াছে।

তবে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত চার শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন শিল্প বা প্রকল্পের শ্রেণিকরণ ছাড়পত্র কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক নির্ধারণ করিবেন। এছাড়াও, মহাপরিচালক শিল্প বা প্রকল্পের মানব পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব এবং প্রভাবের তাৎপর্য বিবেচনা করে বিদ্যমান শ্রেণি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৭। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা**।-হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণীর নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রথমে অবস্থানগত ও পরবর্তিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না।

৮। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের কার্যালয়**।- যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিতে হইবে উহার অবস্থান যদি-

(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় আছে এমন কোন জেলায় হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(২) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোন জেলায় হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা/বিভাগীয়কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৩) কোন মহানগরে হয় সেই ক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে। মহানগরের জন্য আলাদা কার্যালয় না থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৪) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয় সেইক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৫) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয় সেই ক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

৯। **অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ**।- কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

(১) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যেন ইহা সরকারের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বা নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী না হয়।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অবস্থান তফসিল-১৪ এ বর্ণিত শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণ বিষয়ে পালনীয় শর্তাবলীতে উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ করিলেই কেবল অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অধিদপ্তর হইতে অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জমি উন্নয়ন বা জমির শ্রেণী পরিবর্তন বা কোন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

১০। **সবুজ শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি**।- (১) সবুজ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে একইসাথে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম ৩(ক) পূরণ করিয়া প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক তফসিল ১২ তে নির্ধারিত ফিসহ বিধি ৮-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হইলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১১। **হলুদ শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি**।- (১) হলুদ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম ৩(খ) পূরণ করিয়া তফসিল-১৪ তে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে তথ্যাদি, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজন করিয়া তফসিল ১১ তে নির্ধারিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফিসহ বিধি-৮এ উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হইবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে উদ্যোক্তাকে তফসিল ১২-তে বর্ণিত নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি গ্রহণ পূর্বক অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে মর্মে পত্র দ্বারা অবহিত করিতে হইবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর পূর্বে করনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদনের পর উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য ছাড়পত্র প্রদানকারী কার্যালয় বরাবর পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবেন। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হইবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী প্রতিপালন এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে উদ্যোক্তাকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। তবে, পরিদর্শন প্রতিবেদনে বিরূপ পর্যবেক্ষণ থাকিলে সেই ব্যাপারে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে

উদ্যোক্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে। সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে উদ্যোক্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১২। কমলা শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।- (১) কমলা শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম ৩(গ) পূরণ করিয়া তফসিল-১৪ তে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে তথ্যাদি প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও বিবরণাদি, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদন এবং তফসিল-১১ তে নির্ধারিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফিসহ বিধি-৮এ উল্লিখিত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হইবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ২১ (একুশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে উদ্যোক্তাকে তফসিল ১২-তে বর্ণিত নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি গ্রহণ পূর্বক অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে মর্মে পত্র দ্বারা অবহিত করিতে হইবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ২১ (একুশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর পূর্বে করনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদনের পর উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য ছাড়পত্র প্রদানকারী কার্যালয় বরাবর পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবেন। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হইবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী প্রতিপালন এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে উদ্যোক্তাকে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। তবে পরিদর্শন প্রতিবেদনে বিরূপ পর্যবেক্ষণ থাকিলে সেই ব্যাপারে অবহিতকরণ ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোক্তাকে পত্র মারফত অবহিত করিতে হইবে। সংশোধনমূলক প্রদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে উদ্যোক্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। লাল শ্রেণীর অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও জনমত যাচাই পদ্ধতি।-

(১) অবস্থানগত ছাড়পত্রঃ

(ক) লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম ৩(ঘ) পূরণ করিয়া তফসিল-১৪ তে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে তথ্যাদি, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও বিবরণাদি, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা [Initial Environmenal Examination (IEE)] প্রতিবেদন, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ [Environmental Impact Assessment (EIA)] এর কার্যপরিধি [(Terms Of Reference (TOR)] এবং তফসিল-১১তে নির্ধারিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফিসহ বিধি-৮এ উল্লিখিত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যোক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে।

(খ) উপ-বিধি(১) (ক)এর অধীনে প্রতিবেদনসহ আবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটিশিল্প বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ[Environmental Impact Assessment (EIA)] প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিবে।

(গ) উপ-বিধি (১)(খ) এ উল্লিখিতঅনুমোদিত কার্যপরিধিঅনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার পর উদ্যোক্তাকে প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটির নিকট নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবেঃ

(অ) তফসিল-১৫ এর নির্দেশিকা, অনুমোদিত কার্যপরিধি ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ইআইএ নির্দেশিকা (EIA Guidelines)অনুসরণেতালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন;

(আ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;

(ই) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঈ) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনা(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(উ) ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর (Relocation) ও পুনর্বাসন (Rehabilitation & Resettlement) সংক্রান্ত পরিকল্পনা(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঊ) অনুমোদিত কার্যপরিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলী ও নির্দেশনাসমূহের তামিল প্রতিবেদন;

(ঋ) জনমত যাচাই প্রতিবেদন।

(ঘ) উপ-বিধি (১)(গ) অনুসারে দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটি ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প বা প্রকল্পটি অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে লিখিতভাবে মহাপরিচালকের নিকটে সুপারিশ প্রদান করিবে। অত:পরমহা-পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে ছাড়পত্র কমিটির কোন আপত্তি থাকিলে উহা ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে। আবেদনকারী আপত্তি নিরসনের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে তাহাকে পত্র দ্বারা অবহিত করিতে হইবে।

(২) জনমত যাচাই পদ্ধতিঃ

(ক) লাল শ্রেণীর শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উদ্যোক্তার নিজস্ব উদ্যোগে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে, বৃহদাকার ও বিশেষায়িত ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়েও জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। জনমত যাচাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক একটি প্রস্তাব বিধি-৯ তে উল্লিখিত পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) জনমত যাচাই কার্যক্রমে প্রকল্প বা উদ্যোগের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং এতদ্‌বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করিবেন। জনমত যাচাইয়ের সময় উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নলিখিত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে হইবেঃ

(অ) শিল্প/প্রকল্পের বর্ণনা (ভূমি অধিগ্রহণের তথ্যাদিসহ)

(আ) শিল্প/ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব(বাস্তুচ্যুতিসহ)

(ই) শিল্প/প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব

(ঈ) পরিবেশগত ও আর্থ সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের উপায়সমূহ (পুনর্বাসন পরিকল্পনাসহ)

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্রঃ

(ক) উপ-বিধি (১)(ঘ) এ উল্লিখিত অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা তফসিল-১২ তে নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি প্রদান করিবে। অত:পর শিল্প বা প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মান, এলসি খোলা ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবে মর্মে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা ফরম-৪ অনুসারে অনুমতি পত্র প্রদান করিবে।

(খ) উপ-বিধি (৩)(ক) এ উল্লিখিত অনুমতি প্রাপ্তির পরশিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর পূর্বে করনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদনের পর উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে অবহিত রাখিয়া মহা-পরিচালকের নিকটআবেদন করিবেন। আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক মহা-পরিচালকের নিকট কমিটির সভার কার্যবিবরণী পেশকরিবে। মহা-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে আপলোডের পর ইহার আলোকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত রাখিয়া কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে।

১৪। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ**।-(১) অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) বৎসর,হলুদ,কমলা ও লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর হইবে।

(২) প্রত্যেকটি ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে। তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পর পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপ-বিধি(১) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১৫। অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নঃ (১) ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনের জন্য উদ্যোক্তা ফরম-৫ পূরণ করিয়া তফসিল-১২ তে নির্ধারিত ছাড়পত্র নবায়ন ফিসহ বিধি-৮এ উল্লিখিত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থানগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন ও দাখিলকৃত মনিটরিং রিপোর্টে বিধিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত মানমাত্রা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় পরিদর্শন পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

১৬। ছাড়পত্র ব্যতিরেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণঃ-(১) বিধি ৮ এ বর্ণিত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালিত হইতেছে বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া গেলে মহাপরিচালক তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় দিয়া নোটিশ প্রদান করিবে। জবাব সন্তোষজনক না হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ অথবা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অথবা অন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পুনরায় চালু করিতে হইলে মহা-পরিচালক বরাবর বিস্তারিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালকের নির্দেশমতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি কিংবা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন আনয়ন করিতে হইবে যাহাতে পরিবেশের কোন দূষণনা হয়। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট ফি বকেয়াসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিল পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ছাড়পত্র ব্যতীত পরিচালিত হওয়ার সময়কালে পরিবেশের কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে মহাপরিচালক সেই ক্ষতি নিরূপণ করিয়া উহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ধার্যকৃত ক্ষতিপূরন প্রদান কিংবা নির্দেশিত প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের নোটিশে কারখানার সকল কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

১৭। পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির গঠন ও কর্ম পরিধি।-

(১) লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EIA) সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলী নির্ধারণসহ মহা-পরিচালককে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি গঠিত হইবে। মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিচালক বা তদুর্দ্ধ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করিয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত কমিটিতে বিবেচ্য শিল্প বা প্রকল্পের প্রভাব বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ-কে কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির কর্মপরিধি -

ক) কমিটির সভায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পর্যালোচিত হইবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিকে কমিটির সভায় প্রয়োজনে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানানো যাইবে।

খ) লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিটি সদস্য ছাড়াও আইইই/ইআইএ/ইএমপি রিপোর্ট পর্যালোচনার সময় কমিটির সভায় এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

গ) কমিটি প্রয়োজনে অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য হিসেবে কোঅপ্ট করিতে পারিবে।

ঘ) কমিটি বিবেচনাধীন যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করিতে পারিবে।

ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক কার্যবিবরণী অনুমোদিত হওয়ার পর কমিটির সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় সদর দপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে এবং তা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) কমলা শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ে এবং হলুদ ও সবুজ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য জেলা কার্যালয়ে ছাড়পত্র কমিটি গঠিত হইবে। মহা-পরিচালকের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান বর্ণিত ছাড়পত্র কমিটির গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারী করিবে।

(৩) উপধারা ১ ও ২ এর অধীন গঠিত ছাড়পত্র কমিটি প্রকল্প ও কলকারখানার ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা পূর্বক ছাড়পত্রের আবশ্যকিয় শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৮। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর**।– কোন আবেদনকারীর অনুকূলে প্রদত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইহার মেয়াদ কালের মধ্যে অন্য কোন বৈধ ব্যক্তি যিনি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহণের আইনগত অধিকারী তাহার নিকট, দাতা বা গ্রহীতার লিখিত আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালকের অনাপত্তি সাপেক্ষে হস্তান্তর করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ছাড়পত্রের শর্ত এবং মেয়াদের কোন পরিবর্তন হইবে না।

১৯। **আপিল দায়ের**।-(১) ধারা ১৪ এর অধীনে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়েরকৃত আপিল আবেদনে আপীল দায়েরের কারণ ও প্রস্তাবিত প্রতিকার বিষয়ে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। লিখিতভাবে আপিল আবেদনকরিতে হইবে।তফসিলে অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন এবং হালনাগাদ নবায়নবিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প আপিল করিতে পারিবে না।

(২) আপীলআবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(অ) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে উহার অনুলিপি;

(আ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপিএবং হালনাগাদ নবায়নের অনুলিপি;

(ই) আপীল ফি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা (অফেরত যোগ্য) জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান;

(ঈ) আইনের ধারা ৭ এর আওতায় ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইলে ধার্যকৃত অর্থের ২৫% ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে;

(উ) দূষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা;

(ঊ) আপীলের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।

২০। **আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি**।- (১) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর আপিল শুনানীর জন্য একটি দিন ধার্য করিয়া প্রতিপক্ষের প্রতি নোটিশ জারী করিবেন। শুনানীর ক্ষেত্রে আপিল আবেদনের ক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) অধিদপ্তরের যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে, মহাপরিচালক ওসেই কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে আপিলের কপিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ, তথ্যাদি যে কোন সময় আপিলকারী বা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তলব করিতে পারিবেন।

(৪) আপিলের চূড়ান্ত আদেশে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইলে উহা পরিশোধের পদ্ধতি ও সময়সীমা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) আপিল প্রক্রিয়া চলাকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন পরিবেশ দূষণ করা যাইবে না। আপিল চলাকালে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত নতুন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে তাহার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বারিত হইবে না।

(৬) আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী শুনানী নোটিশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইলে সে ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ নোটিশটি বাতিল করিবেন অথবা আপিলকারীকে নোটিশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২১। **আপিল শুনানী**।- (১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানী মূলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীলের সমর্থনে আপিলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(২) শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে যদি আপিলকারী হাজির না হন, তাহা হইলে আপীল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজের আদেশ দান করিবেন।

(৩) যদি আপীলকারী হাজির হন, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হন তবে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুসারে আপিল খারিজ হইলে আপিলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করিয়া পুনরায় আপীল মঞ্জুরের জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) শুনানীর পর আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে নোটিশ, আদেশবা নির্দেশ অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৬) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবংআপীলকারী কী প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন উহাউল্লেখকরিবেন।

(৭) আপীল আদেশের কপি যথাশীঘ্র আপিলকারী, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহা-পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করিবে।

২২। **পরিবেশ নির্দেশিকা অনুসরণ**।- ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক প্রণীত এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারীকৃত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল নির্দেশিকা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।

২৩। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ**।-ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বায়ু, পানি, বর্ণ এবং ঘ্রাণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল- ২, ৩এবং ৬ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

২৪। **বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা**।- **(১)** ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তরল বর্জ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসিল- ৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন এর মানমাত্রা তফসিল-১০ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অপরিশোধিত বা পরিশোধিত তরল বর্জ্য উৎপাদনের সময় কিংবা উৎপাদন পরবর্তী সময়ে লঘু করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য লঘুকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) **তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ**।- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য American Public Health Association, American Water Works Association এবং Water Environment Federation কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

২৫। **ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি**।-(১) এই বিধিমালার অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি তফসিল ১২ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

(২) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে তফসিল-১১ এ বর্ণিত ফি পুন:নির্ধারন করিতে পারিবে।

২৬। **পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি**।-**(১)** এই বিধিমালার অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি তফসিল-১১ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

(২) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে তফসিল-১২ এ বর্ণিত ফি পুন:নির্ধারন করিতে পারিবে।

২৭। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি**।-(১) কোন ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনক্রমে অধিদপ্তর কর্তৃক পানি,তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সেবার জন্য তফসিল-১৩ এ নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে তফসিল-১৩ এ বর্ণিত ফি পুন:নির্ধারন করিতে পারিবে।

২৮। **ফি প্রদানের পদ্ধতি**।-এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় বিভিন্ন ফি মহাপরিচালকের অনুকূলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারী ট্রেজারীতে কিংবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন মাধ্যমে জমা দিতে হইবে এবং ফি দাখিলের প্রমাণপত্র আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৯। **পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়**।-(১) দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের ২৫% অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুকূলে

পরিশোধ করিবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে; অন্যথায়, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ ধার্যের পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করাযাইবে। এই ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

৩০। **প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষণ (আইইই)সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষা, সামাজিক প্রভার নিরূপণ (এসআইএ) সমীক্ষা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং সংস্থার তালিকাভুক্তি**।- (১) আইনের ধারা ১২ (৫) অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষণ (আইইই) সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং সংস্থাকে (যা পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ নামে অভিহিত হবে) অধিদপ্তরের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে। উল্লিখিত তালিকাভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) কোন ব্যক্তি, সরকারী কিংবা বেসরকারী সংস্থা, স্বত্বাধিকারী ফার্ম, কোম্পানী, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইইই/ ইআইএ সমীক্ষা পরিচালনা বা ইএমপি প্রতিবেদন প্রণয়ণের জন্য নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণিতে তালিকাভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হইবেঃ

(অ) পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)
(আ) পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান)
(ই) বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ

(খ) (অ) পরামর্শ/বিশেষজ্ঞের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

শ্রেণী	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের যে কোন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতক ডিগ্রী।	ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসরের ইআইএ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা এবং ইআইএ সমীক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা।
বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহের এক বা একাধিক বিষয়ে কাজের ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(আ) পরিবেশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

(অ) একটি স্থায়ী কার্যালয়, নিবন্ধন, টিইএন নম্বর এবং ব্যাংক হিসাব।

(আ) ন্যূনতম একজন নিয়মিত বেতনভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক যিনি পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত।

(ই) প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ ন্যূনতম তিনজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ যারা পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত।

(ই) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহঃ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, বায়ুমান, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জলমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাধারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূ-তত্ত্ব ও মৃত্তিকা, মাইনিং, শব্দ ও ভাইব্রেশন, ভূগর্ভস্থপানি ও হাইড্রোলজি, সামাজিক প্রভার নিরূপন, ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা (risk management), স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিরূপন ইত্যাদি।

(খ) পরিবেশ পরামর্শ/বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়ার বিষয়ে অধিদপ্তর একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

(গ) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাছাইঃ

পরিবেশ পরামর্শ/বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত কমিটি তালিকাভুক্তির আবেদনসমূহ মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট পেশ করবেন। কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপঃ

১)	পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক	আহ্বায়ক
২)	পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের পরিচালক (ছাড়পত্র)	সদস্য
৩)	সরকারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এর একজন অধ্যাপক	সদস্য
৪)	সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক	সদস্য
৫)	পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬)	পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের উপ-পরিচালক (ইআইএ)	সদস্য
৭)	পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির সদস্য-সচিব	সদস্য-সচিব

(ঘ) তালিকাভুক্তির মেয়াদ। তালিকাভুক্তির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছরের জন্য হইবে।

(ঙ) তালিকাভুক্তি নবায়ন। তালিকাভুক্তি নবায়নের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল বা প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী তিন বছরে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) টি ইআইএ সমীক্ষা সম্পন্ন কেবল তাহাদের আবেদনসমূহ নবায়ন করা হইবে।

(চ) তালিকাভুক্তির ফিঃ

শ্রেণী	আবেদন ফি (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ ফি (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ নবায়ন ফি (টাকা)
পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	৫০০	৫,০০০	২,০০০
পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান)	১,০০০	১০,০০০	৫,০০০
বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	৫০০	৫,০০০	২,০০০

(অ)সকল প্রকার ফি মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর অনুকূলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

(আ) পরামর্শক তালিকাভুক্তির আবেদন পত্রের সাথে আবেদন ফি জমা দিতে হইবে।

(ই)পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরামর্শক হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার পত্র প্রাপ্তির তালিকাভুক্তির ফি জমা দিতে হইবে।

(ঈ) তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ৪র্থ বৎসর শুরুর পূর্বেই বাৎসরিক নবায়ন ফি জমা দিতে হইবে।

(ছ) তালিকাভুক্তির আবেদন স্থগিত বা বাতিলকরণঃ

ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য বা অসম্পন্ন তথ্য প্রদান করলে, তালিকাভুক্তির বিধি বা নির্দেশিকার চাহিদা মোতাবেক যোগ্যতা না থাকলে এবং উদ্যোক্তার নিকট হইতে অনৈতিক সুবিধা গ্রহন করলে তালিকাভুক্তির জন্য গঠিত কমিটি পরিবেশ পরামর্শ/বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তির আবেদন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন এবং ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শ /বিশেষজ্ঞকে তালিকা বহির্ভুত করার জন্য মহা-পরিচালককে সুপারিশ করবেন।

(২)উপ-বিধি(১) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তালিকা মহা-পরিচালকের অনুমোদনের পর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হইবে। উপ-বিধি-(১) এর দফা (গ) এর দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে মহা-পরিচালক সময় সময় উক্ত তালিকা হালনাগাদ করিতে পারিবেন।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীনে সূচিত কার্যাবলী এমনভাবে নিস্পন্ন করা যাইবে যেন এই বিধিমালা জারী করা হয় নাই।

ফরম-১
প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রেরক
.....
.....
.....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পরিবেশের ক্ষতি অথবা পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি ঃ-

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্তব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
২। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ:
৩। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থান:
৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ:
৫। ক্ষতির সময়:
৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির নাম ও ঠিকানা:
৭। প্রার্থিত প্রতিকার:

তারিখ ঃ ..... স্বাক্ষর ঃ .....

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

নং .....তারিখঃ.....

প্রতি
মেসার্স .....
.....
.....

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** ..... হইতে কঠিনবর্জ্য/বর্জ্যপানি/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি/যে কোন দূষক বিশ্লেষণের জন্য .....তারিখ ..... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক;সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনার পত্রে স্বাক্ষর দানেরজন্য আপনাকে এতদ্বারা অভিপ্রায় নোটিশ প্রদান করা হইল।

নমুনাসংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম -
পদবী-

*** ঃ বর্জ্যপ্রবাহ, ষ্ট্যাক ইত্যাদি, যে সূত্র হইতে নমুনাসংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ।

ফরম-৩ (ক)

অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

(সবুজ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

[বিধি ১১ (১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক/পরিচালক/উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
প্রধান কার্যালয়/..... বিভাগীয় কার্যালয়/ ..... আঞ্চলিক কার্যালয়/.....মহানগর কার্যালয়/..... জেলা কার্যালয়
জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ
   (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ
   (খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
      (অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় ঃ
      (আ) জায়গার পরিমান ঃ
      (ই) নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ
      (ঈ) নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ
   (শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ)
   (খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
      (অ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ
      (আ) বিনিয়োগ ব্যয় ঃ

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৪। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
   (খ) কাঁচামালের উৎস ঃ
   (গ) কাঁচামাল পরিবহন এবং রক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

৫। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ
   (খ) পানির উৎস ঃ

৬। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
   (খ) জ্বালানীর উৎস ঃ
   (গ) সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘন্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস ঃ

৭। দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক মৌজা ম্যাপ ঃ

৮। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনাউন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৯। সম্ভাব্য দূষণ রোধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি ঃ

১০। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সীলমোহর)
নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ ফ্যাক্স ঃ
তারিখ ঃ ইমেইল ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

*প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল থাকিতে হইবে।

ফরম-৩ (খ)
অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র
(হলুদ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

[বিধি ১২ (১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক/পরিচালক/উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
প্রধান কার্যালয়/..... বিভাগীয় কার্যালয়/ ..... আঞ্চলিক কার্যালয়/.....মহানগর কার্যালয়/.....
জেলা কার্যালয়

জনাব,
আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ
(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় ঃ
(আ) জায়গার পরিমান ঃ
(ই) নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ
(ঈ) নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ
(শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ)
(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পঃ
(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ
(আ) বিনিয়োগ ব্যয় ঃ

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৪। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ
(গ) কাঁচামাল পরিবহন এবং রক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

৫। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ
(খ) পানির উৎস ঃ

৬। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) জ্বালানীর উৎস ঃ
(গ) সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘন্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎসঃ

৭। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘন মিটারে) ঃ
(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল ঃ
(গ) দৈনিক সম্ভাব্য গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণের পরিমাণ ঃ
(ঘ) গ্যাসীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমণ পদ্ধতি ঃ

৮। দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক মৌজা ম্যাপ ঃ

৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১০। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১১। সম্ভাব্য দূষণ রোধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি ঃ

১২। প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশা ও লে-আউটসহ বাস্তবায়ন কর্মসূচী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১৩। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনে স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতির নকশাসহ বাস্তবায়ন কর্মসূচী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

১৪। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ (চতুস্পার্শের এক বর্গকিলোমিটার এলাকার বর্ণনাসহ) ঃ

১৫। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর
(সীলমোহর)
নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ ফ্যাক্স ঃ
তারিখ ঃ ইমেইল ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

*প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল থাকিতে হইবে।

ফরম-৩ (গ)

অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

(কমলা শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

[বিধি ১৩(১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক/পরিচালক/উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
প্রধান কার্যালয়/..... বিভাগীয় কার্যালয়/ ..... আঞ্চলিক কার্যালয়/.....মহানগর কার্যালয়/.....
জেলা কার্যালয়

জনাব,
আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ
(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ
(গ) যোগাযোগ
উদ্যোক্তার নাম ঃ
পদবী ঃ
ফোন ঃ ..... ফ্যাক্স ঃ ..... ইমেইল ঃ.....

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
অ. সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় ঃ
আ. নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ
ই. নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ
(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প
অ. সম্পাদিত প্রকল্প ব্যয় ঃ
আ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আকার বা ব্যাপ্তিঃ
(যথা ঃ শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা, খনি প্রকল্পের ক্ষেত্রে লীজকৃত বা অধিগ্রহণকৃত জায়গার পরিমাণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উৎপাদন ক্ষমতা, অবকাঠামো এবং নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ ও ব্যাপ্তি)

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান চিত্র ঃ
(ক) অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক দাগ, খতিয়ান উল্লেখসহ মৌজা ম্যাপ
(খ) প্রকল্প এলাকা এবং তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার ব্যসার্ধ এলাকার জনবসতি, শিল্প স্থাপনা, খাল-বিল, হাওর, নদী, সড়ক ও রেলপথ এবং সংবেদনশীল অন্যান্য স্থাপনার ম্যাপসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৫। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাদি ঃ

৬। মোট জায়গার পরিমান (ব্যবহারের বিভাজনসহ) ঃ

৭। প্রস্তাবিত জায়গার মালিকানাঃ
(ক) বেসরকারী জমি (ক্রয়সূত্রে)
(খ) সরকারী জমি (অধিগ্রহণকৃত বা লীজকৃত)

৮। প্রস্তাবিত প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানএলাকার ভূ-প্রকৃতি ঃ

৯। প্রস্তাবিত প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠান এলাকার ভূমি ব্যবহার

১০। প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

১১। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ

(গ) কাঁচামাল পরিবহন এবং রক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

১২। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ

(খ) পানির উৎস ঃ

১৩। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

(খ) জ্বালানীর উৎস ঃ

(গ) সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘন্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস

১৪। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘন মিটারে) ঃ

(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল ঃ

(গ) দৈনিক সম্ভাব্য গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণের পরিমাণ ঃ

(ঘ) গ্যাসীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমণ পদ্ধতি ঃ

১৫। আবেদনপত্রের সহিত আরো যে সব কাগজপত্র/ দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(খ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination IEE)(আই ই ই) চেকলিষ্ট (শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)/প্রতিবেদন (প্রকল্পের ক্ষেত্রে), যাহার সহিতসংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবস্থান নির্দেশিত), দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (ইটিপি/এটিপি/শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রক/দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রক) নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ফরম-৫);

(ঘ) পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঙ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১৬। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর
(সীলমোহর)
নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ ফ্যাক্স ঃ
তারিখ ঃ ইমেইল ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

* প্রস্তুতকারী এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

ফরম-৩ (ঘ)

অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

('লাল' শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক/পরিচালক/উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
প্রধান কার্যালয়/..... বিভাগীয় কার্যালয়/ ..... আঞ্চলিক কার্যালয়/.....মহানগর কার্যালয়/.....
জেলা কার্যালয়

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ
(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ
(গ) যোগাযোগ
উদ্যোক্তার নাম ঃ
পদবী ঃ
ফোন ঃ ..... ফ্যাক্স ঃ ..... ইমেইল ঃ.....

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
অ. সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় ঃ
আ. নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ
ই. নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ
(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প
অ. সম্পাদিত প্রকল্প ব্যয় ঃ
আ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আকার বা ব্যাপ্তিঃ
(যথা ঃ শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা, খনি প্রকল্পের ক্ষেত্রে লীজকৃত বা অধিগ্রহণকৃত জায়গার পরিমাণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উৎপাদন ক্ষমতা, অবকাঠামো এবং নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ ও ব্যাপ্তি)

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান চিত্র ঃ
(ক) অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক দাগ, খতিয়ান উল্লেখসহ মৌজা ম্যাপ
(খ) প্রকল্প এলাকা এবং তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ১০ (দশ) কিলোমিটার ব্যসার্ধ এলাকার জনবসতি, শিল্প স্থাপনা, খাল-বিল, হাওর, নদী, সড়ক ও রেলপথ এবং সংবেদনশীল অন্যান্য স্থাপনার জি আই এস ম্যাপসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৫। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাদি ঃ
(যথাঃ শিল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি, খনি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাইনিং প্রক্রিয়ার ধরন এবং প্রযুক্তি, অনুসন্ধান প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান প্রযুক্তি)

৬। মোট জায়গার পরিমান (ব্যবহারের বিভাজনসহ) ঃ

৭। প্রস্তাবিত জায়গার মালিকানাঃ
(ক) বেসরকারী জমি (ক্রয়সূত্রে)
(খ) সরকারী জমি (অধিগ্রহণকৃত বা লীজকৃত)

৮। প্রস্তাবিত প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানএলাকার ভূ-প্রকৃতি ঃ

৯। প্রস্তাবিত প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠান এলাকার ভূমি ব্যবহার ঃ

১০। প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

১১। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ
(গ) কাঁচামাল পরিবহন এবং রক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

১২। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ
(খ) পানির উৎস ঃ

১৩। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) জ্বালানীর উৎস ঃ
(গ) সম্ভাব্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘন্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎসঃ

১৪। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘণ মিটারে) ঃ
(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল ঃ
(গ) দৈনিক সম্ভাব্য নিঃসরণযোগ্য গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ ঃ
(ঘ) গ্যাসীয় দুষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমণ পদ্ধতি ঃ

১৫। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের চতুস্পার্শস্থ এলাকার সংবেদনশীলতা বিষয়ক তথ্যাদি ঃ
(ক) প্রকল্প এলাকা কি কোন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আওতাভুক্ত যা দেশীয় বা কোন আন্তর্জাতিক আইন বা কনভেনশনের আওতায় সরকার তাহা সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধঃ

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) প্রকল্প এলাকা এই ধরনের কোন সংবেদনশীল একাকার কাছাকাছি হইলে তাঁর দুরত্ব নির্দেশপূর্বক ম্যাপ ঃ
(গ) প্রকল্প এলাকা এবং তাহার চতুস্পার্শস্থ প্রতিবেশ ব্যবস্থায় এবং জীববৈচিত্রের উপর নির্গত বর্জ্য পানি বা দূষিত বায়ু বা বিপদজনক বর্জ্যের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব (উপযুক্ত ব্যাখাসহ) ঃ
(ঘ) প্রকল্প কাযক্রম কি বর্তমান পানি প্রবাহে (ভূ-উপরস্থ এবং ভূগর্ভস্থ)র উৎস বন্ধ বা গতি পরিবর্তন ঘটাইবে? উত্তর হ্যাঁ হইলে ইহার প্রতিকারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইবে তাহার বর্ণনা ঃ
(ঙ) প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে প্রকল্প এলাকায় বা তাঁহার আশেপাশের এলাকায় জনবসতি স্থানান্তরের/ পুনর্বাসনের প্রয়োজন পড়িবে কি? উত্তর হ্যাঁ হইলে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান সহ ইহার প্রতিকারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ও তাহার বিবরণঃ

১৬। আবেদনপত্রের সহিত আরো যে সব কাগজপত্র/ দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
(খ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, যাহার সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের (Environmental ImpactAssessment EIA= (ই আই এ) কার্যপরিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে,অথবা, অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবস্থান নির্দেশিত), দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (ইটিপি/এটিপি/শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রক/দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রক) নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ফরম-৫);
(ঘ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১৭। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর
(সীলমোহর)
নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ ফ্যাক্স ঃ
তারিখ ঃ ইমেইল ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)
* প্রস্তুতকারী এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

ফরম-৪

শিল্প বা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর অনুমতিপত্র

[বিধি .....(৬) দ্রষ্টব্য]

এতদ্দ্বারা.....(শিল্প বা প্রকল্পের নাম) .....

ঠিকানা .....,এর

অনুকূলে কার্যক্রম শুরুর অনুমতি প্রদান করা হলোঃ

তারিখ ঃ.....

মহাপরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীল

পরিবেশ অধিদপ্তর

ফরম-৫

ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র

[পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক/পরিচালক/উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
প্রধান কার্যালয়/.....বিভাগীয় কার্যালয়/ ..... আঞ্চলিক কার্যালয়/.....মহানগর কার্যালয়/.....জেলা কার্যালয়

জনাব,
আমি আমার প্রস্তাবিত/বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের নবায়ন প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ
(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

[বিঃ দ্রঃ দরখাস্তকারী কোম্পানী হইলে নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা দিতে হইবে এবং দরখাস্তে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কোম্পানী/ ফার্মের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা সে ব্যাপারে কাগজপত্র দিতে হইবে।]

২। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণী ঃ
(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক/নিয়মিত উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হওয়ার তারিখ ঃ

৩। অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ ঃ

৪। অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র ইতিপূর্বে যে তারিখ পর্যন্ত নবায়নকৃত ঃ

৫। উৎপাদিত দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৬। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য/নির্গত তরল বর্জ্যের পরিমাণ *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ
(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ
(গ) দৈনিক সম্ভাব্য নিঃসরণযোগ্য/নিসৃত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ
(ঘ) গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমণ পদ্ধতি *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*

৭। বর্জ্য পরিশোধনাগার/পরিশোধন ব্যবস্থার নকশা ও সময়সূচী অনুসারে উহা স্থাপিত হইয়াছে কিনা *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ

৮। আইইই/ইআইএ/ইএমপি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ

৯। কমপ্লায়েন্স মনিটরিং রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১০। (ক) আইইই/ইআইএ/ইএমপি-তে বর্ণিত হয় নাই অথচ পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে, এমন কোনো নতুন পরিস্থিতি আছে কিনা *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* ঃ

(খ) থাকিলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে/গ্রহণের পরিকল্পনা আছে ঃ

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

(সীলমোহর)

নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ
তারিখ ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর)

** আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।*

তফসিল-১

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

[বিধি৭ (২) দ্রষ্টব্য]

সবুজ শ্রেণী

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
	খাদ্য সামগ্রী
১.	রেস্টুরেন্ট এবং ফাস্টফুড (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে)।
২.	বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার নিম্নে)।
৩.	গুড়ো দুধ রি-প্যাকিং।
৪.	আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডাল পেষা/ভাঙ্গানো (৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার নিম্নে)।
৫.	সুপার মার্কেট।
৬.	চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত কারখানা (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার নিম্নে)।
৭.	বোতলজাত খাবার পানি।
	কারখানা
৮.	কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির তৈরি আসবাবপত্র (কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ব্যতীত)।
৯.	ছাপাখানা।
১০.	কার্টন/বাক্স প্রস্তুত/প্রিন্টিং এবং প্যাকেজিং।
১১.	বিভিন্ন ধাতু থেকে ছোট আকারের বাণিজ্যিক পণ্য তৈরী (পিন, ইউ-পিন, কাঁটা, পেরেক, বল-বেয়ারিং ইত্যাদি)।
১২.	চশমার ফ্রেম প্রস্তুত।
১৩.	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস/যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৪.	হস্তচালিত কার্পেট বুনন (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
১৫.	খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন।
১৬.	বাইসাইকেল সংযোজন (ইলেক্ট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং ব্যতীত)।
১৭.	কলম ও বলপেন।
১৮.	বরফ কল।
১৯.	কর্ক সামগ্রী প্রস্তুতকারী কারখানা (ধাতব জাতীয় বাদে)।
২০.	Sewing Thread Coning (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
২১.	গার্মেন্টস এক্সেসরিজ (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
২২.	প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুত (পিভিসি বাদে)।
২৩.	চা প্রসেসিং।
২৪.	চা বাগান।
২৫.	কম্পোষ্ট প্ল্যান্ট (অনধিক দৈনিক ৩০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম

খামার

২৬. পোলট্রি খামার (সংখ্যা শহরে ২৫০ পর্যন্ত এবং গ্রামে ১০০০ পর্যন্ত)।

২৭. প্রাণী সম্পদ খামার (শহরাঞ্চলে ১০টি বা এর নীচে এবং গ্রামে ২৫টি বা এর নীচে)।

অন্যান্য

২৮. খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুত।

২৯. রেফ্রিজারেটর ও বাসায় ব্যবহৃত অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত স্থাপনা।

৩০. হিমাগার।

৩১. জীবাণু সার।

৩২. সোলার পাওয়ার (২৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড)।

৩৩. সিএনজি স্টেশন।

৩৪. সাবস্টেশন (৫০০০ কেভিএ-র উর্দ্ধে)।

৩৫. টায়ার রিট্রেডিং।

৩৬. মোবাইল ফোন টাওয়ার স্থাপন।

৩৭. করাতকল।

৩৮. জি আই ওয়্যার প্রস্তুত।

শর্তাবলী ঃ

(ক) এ তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভূক্ত কুটিরশিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটিরশিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

(খ) বর্তমান তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হইতে পারিবে না।

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার অথবা ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক এলাকায় অগ্রহণযোগ্য মাত্রার শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টি সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

হলুদ শ্রেণী

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম

খাদ্য সামগ্রী

১. লবন প্রস্তুতকারী কারখানা।

২. আইসক্রিম কারখানা।

৩. ময়দা মিল ।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
৪.	আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডালপেষা/ভাঙ্গানো (৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে)।
৫.	বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা, বেকারী (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে)।
৬.	চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত কারখানা (৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে)।
৭.	মুড়ি/ চিড়া প্রস্তুত কারখানা। (৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে)।
৮.	চকলেট ও ক্যান্ডি প্রস্তুতের কারখানা।
৯.	খাদ্য, সব্জি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ।
	কারখানা
১.	মৎস্য ও পশু খাদ্য প্রস্তুত।
২.	স্বয়ংক্রিয় চাউলকল।
৩.	চুন প্রস্তুত।
৪.	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানী ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা)।
৫.	স্পিনিং এবং উইভিং।
৬.	জুট মিল (ডাইং ব্যতীত)।
৭.	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত।
৮.	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস/মোটরযান মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা অথবা এর অধিক)।
৯.	এ্যালুমিনিয়াম পণ্য প্রস্তুত (এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন ছাড়া)।
১০.	আঠা (এনিম্যাল গ্লু ব্যতীত)।
১১.	ছাপা ও লেখার কালি।
১২.	বাণিজ্যিকভাবে ধাতু ও ধাতব এ্যালয় (আয়রন, স্টিল, এ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য ধাতু অথবা এ্যালয় ইত্যাদি) দ্বারা তৈজসপত্র/স্যুভেনির প্রস্তুত।
১৩.	দিয়াশলাই প্রস্তুত।
১৪.	যানবাহন সংযোজন কারখানা।
১৫.	বৈদ্যুতিক কেবল প্রস্তুত।
১৬.	কংক্রিট রেডিমিক্স কারখানা।
১৭.	গার্মেন্টস বর্জ্য থেকে তুলা প্রস্তুত।
	খামার
১৮.	পোলট্রি (সংখ্যা শহরে ২৫০এর অধিক এবং গ্রামে ১০০০ এর অধিক)।
১৯.	প্রাণী সম্পদ খামার(শহরাঞ্চলে ১০টির অধিক এবং গ্রামে ২৫টির অধিক)।
২০.	মৎস্য চাষ (জমির পরিমান ৫ একরের অধিক)।
	অন্যান্য
২১.	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে জেনারেটর স্থাপন (৫০ কেভিএ অথবা এর অধিক)।*
২২.	ধাতব নৌযান মেরামত।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
২৩.	কংক্রিট রেলওয়ে স্লিপার তৈরী।
২৪.	সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ।
২৫.	Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.
২৬.	আবাসিক হোটেল (কক্ষ সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ১০০টির চেয়ে কম)।
২৭.	পেট্রোল পাম্প।
২৮.	সিএনজি স্টেশন (শুধুমাত্র সিলিন্ডারজাতকরণ)।
২৯.	পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট।
৩০.	সোলার পাওয়ার (১ মেগাওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড এবং অনগ্রিড)
৩১.	এলপিজি বোটলিং
৩২.	এলপিজি সিলিন্ডার তৈরী।
৩৩.	কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত।
৩৪.	রেল স্টেশন স্থাপন।
৩৫.	চারকোল প্রস্তুত।
৩৬.	পাটকাঠি থেকে কার্বন ব্লাক তৈরী।
৩৭.	বাণিজ্যিক পশু জবাইখানা (Slaughter House)। (৫ কোটি টাকা পর্যন্ত)
৩৮.	কীটনাশক রি-প্যাকিং।

শর্তাবলী ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বা ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রা বহির্ভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

* যে সকল ভবনের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন নাই সে সকল ভবনের জন্য প্রযোজ্য।

কমলা শ্রেণী

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
	খনি ও কোয়ারী
১.	সকল কোয়ারী প্রকল্প।
২.	খনি অনুসন্ধান (Exploration)।
৩.	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ধৌতকরণ (Washery) ও খনিজ বেনিফিসিয়েশন (বাৎসরিক ১ লক্ষ টনএর নীচে)।
	বিদ্যুৎ
৪.	কয়লা ও তেলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট থেকে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৫.	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০ মেগাওয়াট থেকে ১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
৬.	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৭.	বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৮.	পৌর বর্জ্য ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৯.	সোলার পাওয়ার (১ মেগাওয়াট-এর উর্দ্ধে অফগ্রিড এবং অনগ্রিড)।
	সিমেন্ট ও চুন প্রস্তুত
১০.	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার থেকে সিমেন্ট প্রস্তুত- উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর ১ লক্ষ টনের কম বা সমান)।
১১.	চুন (প্রতিদিন ৫০ টন বা তার বেশী)।
	পেট্রো কেমিক্যাল
১২.	পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০ টনের কম বা সমান)।
১৩.	টায়ার বা অন্য কোন পদার্থের পাইরোলাইসিস।
১৪.	তেল ও গ্যাস সেপারেশন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যান্ডলিং ও স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি নির্মাণ।
	পাল্প, পেপার ও বোর্ড
১৫.	সমন্বিত কাঠ ও বাঁশ ভিত্তিক পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০ টনের কম বা সমান)।
১৬.	সমন্বিত কৃষিজাত অবশেষ ভিত্তিক পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০ টনের কম বা সমান)।
১৭.	সমন্বিত বর্জ্য কাগজ ভিত্তিক পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট।
১৮.	পেপার বোর্ড প্রস্তুত (প্রতিদিন ১০০ টনের বেশী)।
১৯.	বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং।
২০.	আখের ছোবড়া থেকে পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২৫০ টনের বেশী)।
	টেক্সটাইল
২১.	টেক্সটাইল ডাইং ইউনিট (প্রতিদিন ২৫টনের কম বা সমান)।
২২.	ওয়াশিং ইউনিট (প্রতিদিন ২৫ টনের কম বা সমান)।
২৩.	সকল উল স্কাউরিং ইউনিট।
	ধাতুজাত শিল্প (ফেরাস ও নন-ফেরাস)
২৪.	ধাতুজাত ইনগট প্রস্তুতকরণ ইউনিট।
২৫.	ইনডাকশন বা আর্ক ফার্নেস বা কাপোলা ফার্নেস এ ধাতু গলানো (প্রতি ঘন্টায় ৫ মে. টনের কম)।
	রাসায়নিক
২৬.	বালাইনাশক ও অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ফরমুলেশন (প্রতিদিন ১০ টন পর্যন্ত)।
২৭.	ক্লোরো এলকালি, সোডা এ্যাশ ও অন্যান্য এলকালি (প্রতিদিন ৫০ টন পর্যন্ত)।
২৮.	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও গ্যাস (প্রতিদিন ২০ টনের কম বা সমান)।
২৯.	ডাই (Dye) ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়েট (প্রতি বছর ২০০ টনের কম বা সমান)।
৩০.	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (প্রতিদিন ২০ টনের কম বা সমান)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
৩১.	পেইন্ট (পিগমেন্ট/পলিশ/ভার্নিস/এনামেল ইত্যাদি)।
৩২.	অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (প্রতিদিন ২০ টনের কম বা সমান)।
৩৩.	সিনথেটিক রেজিন।
৩৪.	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৩৫.	রাসায়নিক সার মিক্সিং ও প্যাকিং(সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৩৬.	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানী ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক)।
	অবকাঠামোঃ
	ক) ভূমি উন্নয়ন
৩৭.	ভূমি উন্নয়ন (২৫ একরের কম বা সমান)।
৩৮.	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
৩৯.	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ১০০০ হতে ২৫০০ ঘনমিটার)।
	খ) রাস্তা
৪০.	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (১০ কিলোমিটারের বেশী কিন্তু ৫০ কিলোমিটারের কম)।
৪১.	ব্রিজ নির্মাণ (৫০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত)।
৪২.	রেললাইন পুনঃনির্মাণ ।
৪৩.	বিমান বন্দর পুণনির্মাণ ও ৫০% এর কম সম্প্রসারণ।
	গ) বন্দর ও পোতাশ্রয়
৪৪.	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বছরে ৫০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার কম বা সমান কার্গো সুবিধা)।
৪৫.	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর কম)।
	ভবন/নির্মাণ প্রকল্প/ভূমি উন্নয়ন/নগরায়ন বা হাউজিং এষ্টেট
৪৬.	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন কমপেক্স (৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত বিল্ড আপ এরিয়া)।
৪৭.	ভূমি উন্নয়ন, হাউজিং ও নগরায়ন প্রকল্প (২৫ একরের কম)।
৪৮.	বিনোদন পার্ক (১০একরের নীচে)।
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৪৯.	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মিঃ পর্যন্ত)।
৫০.	কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মিঃ পর্যন্ত)।
৫১.	মেডিক্যাল বর্জ্য/সংক্রামক বর্জ্য/সলিড ওয়েষ্ট রিসাইক্লিং।
	কারখানা
৫২.	রাবার /টায়ার/ টিউব প্রস্তুত।
৫৩.	ইলেকট্রোপ্লেটিং, পিকলিং, এ্যানোডাইজিং, ফসফেটাইজিং, গ্যালভানাইজিং শিল্প।
৫৪.	প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকের কাঁচামাল তৈরী (পিভিসি, পলি প্রপাইলিন, পলি এস্টেরিনইত্যাদি)।
৫৫.	অর্ডন্যান্স কারখানা।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
৫৬.	জুট মিল (ডাইংসহ)।
৫৭.	সাবান / ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারক রাসায়নিক (বিনিয়োগ ২০ লক্ষ টাকার বেশী)।
৫৮.	বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন (২৫ কিঃমিঃ এর বেশী)।
৫৯.	তেল বা গ্যাস বা থার্মাল ফ্লুইড দ্বারা চালিত বয়লারের মাধ্যমে প্লাইউড প্রস্তুত।
৬০.	রি-রোলিং মিল।
৬১.	টুথপেষ্ট, টুথ পাউডার, ট্যালকম পাউডার, পারফিউমস এবং অন্যান্য কসমেটিক পণ্য প্রস্তুত।
৬২.	বাণিজ্যিকভাবে ক্লে এবং চায়না ক্লে দ্বারা তৈজসপত্র প্রস্তুত।
৬৩.	ভোজ্য তেল উৎপাদন।
৬৪.	শিল্প গ্যাস (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড) এবং জৈব গ্যাস।
৬৫.	কাঁচ তৈরী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৬৬.	সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যাদিপ্রক্রিয়াজাতকরণ।
৬৭.	মেটাল ট্রিটমেন্ট ও প্রসেসভিত্তিক শিল্প, যেমন-পিকলিং, সারফেস কোটিং, পেইন্ট বেকিং, পেইন্ট স্ট্রিপিং, হিট ট্রিটমেন্ট, ফসফেটিং ও ফিনিশিং ইত্যাদি।
৬৮.	টাইলস, রিফ্রেকটরী, ইনসুলেশন ও সিরামিক ইউনিট।
৬৯.	টিউব ও পাইপ প্রস্তুত।
৭০.	তেল ও গ্যাস ফিডার লাইন।
৭১.	পিভিসি থেকে সব ধরনের পণ্য প্রস্তুত।
৭২.	কেন্দ্রীয় ইনসিনারেটর।
৭৩.	কম্পোষ্টিং প্ল্যান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩০ টনের অধিক) ।
৭৪.	বিড়ি/সিগারেট প্রস্তুত কারখানা।
৭৫.	লবণ পরিশোধন।
৭৬.	সাবান/ডিটারজেন্ট প্রস্তুত (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার নীচে)।
৭৭.	লেড এসিড ব্যাটারী রিকন্ডিশনিং এবং অ্যাসেম্বেলিং।
৭৮.	প্লাইউড, ফাইবার উড শ্যাফ্ট প্রস্তুত (কাঠ ট্রিটমেন্ট-এর মাধ্যমে)।
৭৯.	কোমল পানীয় প্রস্তুত।
৮০.	কয়লা থেকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (যেমন-কোক ওভেন প্ল্যান্ট ইত্যাদি) সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২০০ টনের কম বা সমান।
৮১.	পরিশোধিত চিনি প্রস্তুত (প্রতিদিন ১০০ টনের কম বা সমান)।
৮২.	তামাক প্রক্রিয়াকরণ, জর্দ্দা প্রস্তুত, বিড়ি-সিগারেট কারখানা।
৮৩.	ওয়েট ব্লু থেকে ফিনিস্ড।
৮৪.	লেড এসিড ও ড্রাইসেল ব্যাটারী রিসাইক্লিং।
৮৫.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
	খাদ্য সামগ্রী
৮৬.	মৎস্য, মাংস, চিংড়ী প্রক্রিয়াকরণ।
৮৭.	ষ্টার্চ ও গ্লুকোজ।
৮৮.	মিল্ক প্রসেসিং।
৮৯.	উপকূলীয় চিংড়ি চাষ।
৯০.	লবন চাষ (৫০ একরের বেশী)।
	হাসপাতাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল
৯১.	হাসপাতাল (বেডের সংখ্যা ৫০ এর বেশী হলে)।
৯২.	ফার্মাসিউটিক্যাল- সকল ড্রাগ ফরমুলেশন।
	জাহাজ নির্মান, মেরামত ও ভাঙ্গার ইয়ার্ড
৯৩.	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর কম)।।
৯৪.	জাহাজ ভাঙ্গার ইয়ার্ড/জোন।
	অন্যান্য
৯৫.	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কার্বন, ইলেকট্রোড ও গ্রাফাইড ব্লক, এক্টিভেটেড কার্বন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি।
৯৬.	কসাইখানা (সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত)।
৯৭.	আবাসিক হোটেল (কক্ষের সংখ্যা ১০০ এর বেশী হলে)।
৯৮.	ফাউন্ড্রি।
৯৯.	ইট প্রস্তুত ।
১০০.	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একর পর্যন্ত)।
১০১.	গার্মেন্টস ডাইং ও ওয়াশিং (দৈনিক ২৫ টনের কম)।
১০২.	কম্পোজিট সোয়েটার প্রস্তুত কারখানা (ওয়াশিং ও ডাইং সহ)।
১০৩.	ডাইংসহ পাট প্রক্রিয়াকরণ।
১০৪.	বাল্ক সিমেন্ট টার্মিনাল।
১০৫.	মোলাসেস ভিত্তিক নয় এমন ডিস্টিলারী (প্রতিদিন ২৫ কিলোলিটারের কম বা সমান)।
১০৬.	জাহাজ ভাঙ্গা।
১০৭.	ষ্টোন ক্রাশার।
১০৮.	ক্লিনিক এবং প্যাথলোজিক্যাল ল্যাব।
১০৯.	হাসপাতাল (বেডের সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ৫০টির চেয়ে কম)।
১১০.	সোলার পাওয়ার (১ মেগাওয়াট-এর উর্দ্ধে অফ গ্রীড এবং ৫০ মেগাওয়াট-এর উর্দ্ধে অন গ্রীড)।
১১১.	ই-ওয়েষ্ট রিসাইক্লিং।
১১২.	ডক ইয়ার্ড।
১১৩.	বাণিজ্যিক পশু জবাইখানা (Slaughter House)। (০৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে)

শর্তাবলী ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বা ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রা বর্হিভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

লাল- শ্রেণী

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
	খনি
১.	খনি প্রকল্প (অনুসন্ধান (Exploration) ব্যতিত)।
২.	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ওয়াশারী ও মিনারেল বেনিফিসিয়েশনসহ (১ লক্ষ টন/বছর এর বেশী)।
৩.	তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ড্রিলিং,উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রকল্প।
	বিদ্যুৎ
৪.	কয়লা ও তেলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের বেশী)।
৫.	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াটের বেশী)।
৬.	পরমাণু বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
৭.	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের বেশী)।
৮.	বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের বেশী)।
৯.	পৌর বর্জ্য ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের বেশী)।
	ট্যানারী
১০.	কাঁচা চামড়া থেকে ফিনিস্‌ড চামড়া প্রক্রিয়াকরণ।
১১.	কাঁচা চামড়া থেকে ওয়েট ব্লু।
	সিমেন্ট কারখানা
১২.	সিমেন্ট ক্লিংকার প্রস্তুত।
১৩.	সমন্বিত সিমেন্ট প্ল্যান্ট (ক্লিংকার ও সিমেন্ট প্রস্তুত)।
১৪.	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার থেকে সিমেন্ট প্রস্তুত- উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর ১ লক্ষ টনের বেশী)।
	পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যালস
১৫.	পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্রুড অয়েল রিফাইনারী।
১৬.	তেল রিফাইনারী বা প্রাকৃতিক গ্যাস সেপারেশন থেকে প্রস্তুত পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০ টনের অধিক)।
	পাল্প, পেপার ও বোর্ড
১৭.	সমন্বিত কাঠ ও বাঁশ ভিত্তিক পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১০০ টনের বেশী)।
১৮.	সমন্বিত কৃষিজাত অবশেষ ভিত্তিক পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১০০ টনের বেশী)।

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
	ডিষ্টিলারী
১৯.	সকল প্রকার ডিষ্টিলারী।
	টেক্সটাইল
২০.	সমন্বিত প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক টেক্সটাইল মিলস (স্পিনিং, উইভিং, ডাইং ও ফিনিসিং)।
২১.	টেক্সটাইল ডাইং ইউনিট (দৈনিক ২৫ টনের বেশী)।
২২.	ওয়াশিং ইউনিট (প্রতিদিন ২৫ টনের বেশী)।
	ধাতুজাত শিল্প
২৩.	আকরিক (Ore) থেকে প্রক্রিয়াজাত ধাতুশিল্প (লৌহ ও ষ্টিল, এ্যালুমিনিয়াম, কপার, দস্তা, সীসা, ফেরো-এ্যালয় ও অন্যান্য এ্যালয়সমূহ প্রভৃতি) (দৈনিক ১০০ টনের বেশী) ।
২৪.	সকল প্রকার ভারী ধাতু উৎপাদন ইউনিট।
	রাসায়নিক
২৫.	ক্লোরো এ্যালকালি, সোডা এ্যাশ ও অন্যান্য এ্যালকালি (দৈনিক ৫০ টনের বেশী)।
২৬.	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ (দৈনিক ৫০ টনের বেশী)।
২৭.	ডাই ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়ারীসমূহ (দৈনিক ১ টনের বেশী)।
২৮.	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক ৫০ টনের বেশী)।
২৯.	অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক ২০ টনের বেশী)।
৩০.	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর ১ লক্ষ টনের বেশী)।
৩১.	ঔষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত (API)
৩২.	বেসিক/বাল্ক ড্রাগ ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েট।
৩৩.	লেড এসিড ও ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুত।
	অবকাঠামো উন্নয়নঃ
	ক) ভূমি উন্নয়ন
৩৪.	ভূমি উন্নয়ন (২৫ একরের বেশী)।
৩৫.	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটারের উর্দ্ধে)।
৩৬.	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ২৫০০ ঘন মিটারের বেশী)।
৩৭.	সকল ধরনের শিল্প নগরী।
৩৮.	আন্ডার রিভার টানেল / আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল /কমন ইউটিলিটি টানেল নির্মাণ (২০০ মিটারের বেশী)।
	খ) রাস্তা/ব্রিজ/রেললাইন/বিমানবন্দর/ফ্লাইওভার
৩৯.	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (৫০ কিলোমিটারের উর্দ্ধে)।
৪০.	ব্রিজ নির্মাণ (৫০০ মিটারের উর্দ্ধে)।
৪১.	রেললাইন স্থাপন।
৪২.	Mass Rapid Transit System.

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
৪৩.	ফ্লাইওভার/এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ।
	গ) নৌ/বিমান বন্দর ও পোতাশ্রয়
৪৪.	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ(বছরে ৩০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার অধিক কার্গো সুবিধা)।
৪৫.	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর বেশী)।
৪৬.	বিমান বন্দর নির্মাণ ও ৫০% এর বেশী সম্প্রসারণ।
	ভবন নির্মান প্রকল্প / ভূমি উন্নয়ন ও নগরায়ন/হাউজিং এস্টেট
৪৭.	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন কমপ্লেক্স (২০,০০০ বর্গ মিটারের বেশী বিল্ড আপ এরিয়া) ।বিঃ দ্রঃ কেবল মাত্র আচ্ছাদিত নির্মান যা খোলা আকাশের নিচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।)
৪৮.	আবাসন প্রকল্প (২৫ একরের বেশী)।
৪৯.	একাধিক ভবন নির্মাণ (হাউজিং কমপ্লেক্স) (৫ একরের বেশী)।
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৫০.	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মিঃ-এর অধিক)।
৫১.	কমন শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মিঃ-এর অধিক)।
৫২.	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মজুদ, পরিশোধন, ইনসিনারেশন ও চূড়ান্ত অপসারণের প্রকল্প।
	কারখানা
৫৩.	চিনি কল।
৫৪.	পরিশোধিত চিনি প্রস্তুত (দৈনিক ১০০ টনের বেশী)।
৫৫.	কয়লা থেকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, যেমন-কোক ওভেন প্ল্যান্ট (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ টনের বেশী)।
৫৬.	বিস্ফোরক প্রস্তুত কারখানা।
৫৭.	রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনার/এয়ার কুলার তৈরি।
৫৮.	অটোমোবাইল প্রস্তুত কারখানা।
	অন্যান্য
৫৯.	নদী ও অববাহিকা উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প।
৬০.	ড্যাম/ব্যারেজ/ক্রসড্যাম/রাবারড্যাম প্রকল্প।
৬১.	পোল্ডার নির্মাণ।
৬২.	নদী, খাল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটরের অধিক)।
৬৩.	গ্যাস টার্মিনাল নির্মাণ।
৬৪.	রেডিও একটিভ পদার্থসমূহের উৎপাদন, মজুদ ও ব্যবহার।
৬৫.	পৌর বর্জ্যের ল্যান্ডফিল সাইট।
৬৬.	তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন।
৬৭.	শিল্প নগরী স্থাপন।
৬৮.	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর বেশী)।।

শর্তাবলী ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হইতে পারিবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় অথবা ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রার বহির্ভূত শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির আশংকাযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আই ই ই) এর উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পর, অনুমোদিত কার্যপরিধি মোতাবেক পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ (ই আই এ) প্রতিবেদন (দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা)এর সময়সূচী পেশ করিতে হইবে ।

তফসিল-২

বায়ুর মানমাত্রা(Ambient Air Quality Standards)

(বিধি-২৩ দ্রষ্টব্য)

বায়ু দূষক	মানমাত্রা	গড় সময়
১	২	৩
কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)	১০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার (৯ পিপিএম[ক])	৮ ঘন্টা
	৪০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার (৩৫ পিপিএম[ক])	১ ঘন্টা
লেড (Pb)	০.১৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NOx)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৫৩ পিপিএম[খ])	বার্ষিক
	২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১০৬ পিপিএম[ক])	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা$_{১০}$ (PM_{10})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা$_{২.৫}$ ($PM_{2.5}$)	১৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘন্টা
ওজোন (O_3)	২৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১২ পিপিএম[ক])	১ ঘন্টা
	১৫৭ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৮ পিপিএম[ক])	৮ ঘন্টা
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৩ পিপিএম[খ])	বার্ষিক
	৮৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৩ পিপিএম[খ])	২৪ ঘন্টা
অ্যামোনিয়া (NH_3)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	৪০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা

শব্দ সংক্ষেপঃ

পিপিএম ঃ পার্টস পার মিলিয়ন

নোট ঃ * এই তফসিলে বায়ু মানমাত্রা বলিতে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Ambient Air Quality Standars) কে বুঝাইবে।

(ক) গড়মান বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।
(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম না করিবে।

তফসিল-৩
পানির মানমাত্রা
[বিধি ২৩ দ্রষ্টব্য]

(ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

(১) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থপানি

	ব্যবহারের ধরণ	pH	ডিও মিগ্রাঃ/লিঃ	বিওডি মিগ্রাঃ/লিঃ	NO_3-N মিগ্রাঃ/লিঃ	NH_4-N মিগ্রাঃ/লিঃ	PO_4-P মিগ্রাঃ/লিঃ	Cr মিগ্রাঃ/লিঃ	Pb মিগ্রাঃ/লিঃ	Hg মিগ্রাঃ/লিঃ	সার্বিক কলিফর্ম জীবানু সংখ্যা/১০০ মিঃলিঃ	TDS মিগ্রাঃ/লিঃ	COD মিগ্রাঃ/লিঃ
ক।	কেবল জীবানুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤২	১০.০	১.৫	০.৫	০.০২	০.০৩	০.০৩	≤2000	১০০০	২৫
খ।	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤৩	১০.০	১.৫	০.৫	০.১	০.১	০.০৫	≤৫০০	১০০০	২৫
গ।	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤৩	১০.০	১.৫	০.৫	০.০২	০.০৩	০.০৩	≤৫০০০	১০০০	১০
ঘ।	মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤১০	৫.০	১.৫	০.৫	০.১	০.১	০.০৫	≤৫০০০	১০০০	২৫
ঙ।	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤১০	৫.০	১.৫	০.৫	০.১	০.১	০.০৫	-	১০০০	২৫
চ।	সেচ কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤১০	৫.০	১.৫	০.৫	০.১	০.১	০.০৫	≤১০০০	১০০০	২৫

নোটঃ ১। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০ μS/cm (২৫ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতা); সোডিয়াম ২৬%-এর নিম্নে বোরণ ০.২% এর নিম্নে।

(খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	এলুমিনিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	০.২০
২	এমোনিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	১.৫০
৩	আর্সেনিক	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
৪	বেরিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	০.৭০
৫	বেনজিন	মি: গ্রা:/লি:	০.০১
৬	বিওডি ২০°C	মি: গ্রা:/লি:	০
৭	বোরন	মি: গ্রা:/লি:	১.০
৮	ক্যাডমিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	০.০০৩
৯	ক্যালসিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	৭৫
১০	ক্লোরাইড	মি: গ্রা:/লি:	২৫০*
১১	কার্বনটেট্রাক্লোরাইড	মি: গ্রা:/লি:	০.০০৫
১২	১,১ ডাইক্লোরোইথেন	মি: গ্রা:/লি:	০.০০১
১৩	১,২ ডাইক্লোরোইথেন	মি: গ্রা:/লি:	০.০৩
১৪	টেট্রাক্লোরোইথেন	মি: গ্রা:/লি:	০.০৪
১৫	ট্রাইক্লোরোইথেন	মি: গ্রা:/লি:	০.০৪
১৬	পেন্টাক্লোরোফেনোল	মি: গ্রা:/লি:	০.০০৯
১৭	২,৪,৬-ট্রাইক্লোরোফেনোল	মি: গ্রা:/লি:	০.২০

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১৮	ক্লোরিন (রেসিডুয়াল)	মি: গ্রা:/লি:	০.২০
১৯	ক্লোরোফর্ম	মি: গ্রা:/লি:	০.০৯
২০	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী)	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
২১	ক্রোমিয়াম (সার্বিক)	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
২২	কলিফর্ম (ফিকাল)	সংখ্যা/১০০ মি: লি:	০
২৩	কলিফর্ম (সার্বিক)	সংখ্যা/১০০ মি: লি:	০
২৪	বর্ণ	হেজন একক	১৫
২৫	কপার	মি: গ্রা:/লি:	১.৫
২৬	সায়ানাইড	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
২৭	ফ্লুরাইড	মি: গ্রা:/লি:	১.০
২৮	খরতা($CaCO_3$হিসেবে)	মি: গ্রা:/লি:	৫০০
২৯	লৌহ	মি: গ্রা:/লি:	০.৩-১.০
৩০	জেলডাল নাইট্রোজেন (সার্বিক)	মি: গ্রা:/লি:	১.০
৩১	লেড	মি: গ্রা:/লি:	০.০১
৩২	ম্যাগনেসিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	৩০-৩৫
৩৩	ম্যাঙ্গানিজ	মি: গ্রা:/লি:	০.৪
৩৪	মার্কারী	মি: গ্রা:/লি:	০.০০১
৩৫	নিকেল	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
৩৬	নাইট্রেট	মি: গ্রা:/লি:	৪৫
৩৭	নাইট্রাইট	মি: গ্রা:/লি:	১.০
৩৮	গন্ধ		গন্ধহীন
৩৯	তেল / গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	০
৪০	pH		৬.৫-৮.৫
৪১	ফিনোল যৌগাদি	মি: গ্রা:/লি:	০.০০২
৪২	পটাশিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	১২
৪৩	তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকিরণ	বিকিউ/লি:	০.০১
৪৪	সার্বিক বিটাবিকিরণ	বিকিউ/লি:	০.১
৪৫	সেলিনিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	০.০১
৪৬	সিলভার	মি: গ্রা:/লি:	০.০২
৪৭	সোডিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	২০০
৪৮	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মি: গ্রা:/লি:	১০
৪৯	সালফাইড	মি: গ্রা:/লি:	০
৫০	সালফেট	মি: গ্রা:/লি:	২৫০
৫১	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য	মি: গ্রা:/লি:	১০০০
৫২	উষ্ণতা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	২০-৩০
৫৩	টিন	মি: গ্রা:/লি	২.০
৫৪	টারবিডিটি	এনটিইউ	৫
৫৫	জিংক	মি: গ্রা:/লি	৫.০
৫৬	এলড্রিন	মি: গ্রা:/লি	০
৫৭	ডাই এলড্রিন	মি: গ্রা:/লি	০

*সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১০০০

তফসিল-৪

মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ ও ২৩ দ্রষ্টব্য]

অংশ- ক

টেবিল ১

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের সময় ডিজেল ইঞ্জিন চালিত হালকা মোটরযানের (আরটিটিএ এর ক্লাস ই; আমদানিকৃত নতুন এবং ব্যবহৃত) নিঃসরণ মানমাত্রা

(গাড়ী প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নিঃসরণ টেস্টিং ল্যাবরেটরী/এজেন্সি হতে প্রাপ্ত নিঃসরণ প্রতিপালন সংক্রান্ত সনদপত্র (Emission Compliance Certificate) গাড়ী আমদানির ছাড়পত্র গ্রহনকালে এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় উপস্থাপন করিতে হইবে।)

মোটরযানের ধরণ	**নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিমি)**					**পরীক্ষণ পদ্ধতি**
	কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	হাইড্রোকার্বন + নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	বস্তুকণা	
বাংলাদেশ-২ (১লা জানুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর)						
হালকা (ক্লাস "ই") (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	১.০	-	০.৭	-	০.০৮	৯৩/৫৯/ইসি ৯৬/৬৯/ ইসি
হালকা বানিজ্যিক (ক্লাস "ই") (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	১.৫	-	১.২	-	০.১৭	
বাংলাদেশ-৩ (১ জানুয়ারি ২০২০ হতে কার্যকর)						
হালকা (ক্লাস "ই") (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	০.৬৪	-	০.৫৬	০.৫০	০.০৫	৯৮/৬৯/ ইসি
হালকা বানিজ্যিক (ক্লাস "ই") (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	০.৯৫	-	০.৮৬	০.৭৮	০.১০	

শব্দ সংক্ষেপ ঃ
কি মি ঃ কিলোমিটার
ইসি ঃ ইউরোপিয়ান কমিশন
আরটিটিএ ঃ রোড ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রাফিক এ্যাক্ট

টেবিল ২

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের সময়ডিজেল এবং সিএনজি চালিত ভারী মোটরযানের (আরটিটিএ প্রস্তাবিত ক্লাস এ,বি,সি এবং ডি ; ৩.৫ টনের অধিক) নিঃসরণ মানমাত্রা

(গাড়ী প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নিঃসরণ টেস্টিং ল্যাবরেটরী/এজেন্সি হতে প্রাপ্ত নিঃসরণ প্রতিপালন সংক্রান্ত সনদপত্র (Emission Compliance Certificate) গাড়ী আমদানীর ছাড়পত্র গ্রহনকালে এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় উপস্থাপন করিতে হইবে।)

মোটরযানের ধরণ	টেস্ট সাইকেল	**নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিলোওয়াট-ঘন্টা)**				ধোঁয়া মি. $^{-১}$	**পরীক্ষণ পদ্ধতি**
		কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	বস্তুকণা #		
বাংলাদেশ-২ (১লা জানুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর)							
ডিজেল	আর - ৪৯	৪.০	১.১	৭.০	০.১৫	-	৯১/৫৪২/ ইইসি
বাংলাদেশ-৩ (১লা জানুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর)							
সিএনজি	ইটিসি	৫.৪৫	নন মিথেন হাইড্রোকার্বন = ০.৭৮ মিথেন = ১.৬	৫.০	-	-	১৯৯৯/৯৬/ইসি
বাংলাদেশ-৩ (১লা জানুয়ারি ২০২০ হতে কার্যকর)							
ডিজেল	ইএসসি ইএলআর	২.১	০.৬৬	৫.০	০.১০ ০.১৩*	০.৮	১৯৯৯/৯৬/ইসি
বাংলাদেশ-৪ (১লা জানুয়ারি ২০২০ হতে কার্যকর)							
সিএনজি	ইটিসি	৪.০	নন মিথেন হাইড্রোকার্বন = ০.৫৫ মিথেন = ১.১	৩.৫	-	-	১৯৯৯/৯৬/ইসি

বস্তুকণার মানমাত্রা কেবলমাত্র ডিজেল ইঞ্জিন চালিত যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য।

* ইঞ্জিনের প্রতি সিলিন্ডারের সুইপ্ট ভলিউম <০.৭৫ ডেসি.মি^{৩} এবং রেটেড পাওয়ার স্পিড > ৩০০০মিনিট $^{-১}$

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

ইইসি ঃ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি

মি$^{-১}$ ঃ মিটার $^{-১}$

ইটিসি ঃ ইউরোপিয়ান ট্রানজিয়ান্ট সাইকেল

ইএসসি ঃ ইউরোপিয়ান স্টেশনারী সাইকেল

ইএলআর ঃ ইউরোপিয়ান লোড রেসপন্স

অংশ- খ

রেজিস্ট্রেশনেরজন্য আবেদনের সময়পেট্রোল এবং সিএনজি চালিত হালকা যান, মোটর সাইকেল,তিন চাকার অটোরিকশা (আরটিটিএ প্রস্তাবিত ক্লাস ই,এম এবং টি)এর নিঃসরণ মানমাত্রা

(গাড়ী প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নিঃসরণ টেস্টিং ল্যাবরেটরী/এজেন্সি হতে প্রাপ্ত নিঃসরণ প্রতিপালন সংক্রান্ত সনদপত্র (Emission Compliance Certificate) গাড়ী আমদানীর ছাড়পত্র গ্রহনকালে এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় উপস্থাপন করিতে হইবে।)

মোটরযানের ধরণ	**নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিমি)**				বাষ্পজনিত * নিঃসরণ (গ্রাম/টেষ্ট)	**পরীক্ষণ পদ্ধতি**
	কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	হাইড্রোকার্বন + নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ		
বাংলাদেশ-৩ (১লা জানুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর)						
সকল মোটর সাইকেল	২.০	০.৮	-	০.১৫	-	ইসিই - ৪০
তিন চাকা অটোরিকশা	৪.০	১.০		০.২৫	-	ইসিই - ৪০
হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	২.৩	০.২	-	০.১৫	২.০	৯৮/৬৯/ইসি
বানিজ্যিক হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	৫.২২	০.২৯		০.২১	২.০	
বাংলাদেশ-৪ (১লা জানুয়ারি ২০২০ হতে কার্যকর)						
মোটর সাইকেল ≤ ১৫০ সিসি >১৫০ সিসি	 ২.০ ২.০	 ০.৮ ০.৩	-	 ০.১৫ ০.১৫	-	ইসিই আর - ৪০
তিন চাকা অটোরিকশা	২.০	০.৫৫		০.২৫		ইসিই আর - ৪০
হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	১.০	০.১০		০.০৮	২.০	৯৮/৬৯/ইসি
বানিজ্যিক হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	২.২৭	০.১৬		০.১১	২.০	

* সিএনজি চালিত যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য নয়।

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

ইসিইআর ঃ ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপীয়ান রেগুলেশন

সিএনজি ঃ কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস

অংশ- গ

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের সময়আমদানিকৃত ব্যবহৃত (Reconditioned) হালকা যাত্রীবাহি মোটরযানের (আরটিটিএ প্রস্তাবিত ক্লাস ই; অংশ-ক টেবিল-১ এবং অংশ-খ টেবিল-১এ উল্লেখিত) নিঃসরণপরীক্ষণ (Emission Inspection)মানমাত্রা এবং পরিমাপের পরিক্ষণ পদ্ধতি

মোটরযানের ধরণ	প্যারামিটার	নিঃসরণ মানমাত্রা
চার চাকাবিশিষ্ট পেট্রোল ও সিএনজি চালিত যান	আইডল (Idle) কার্বন মনোঅক্সাইড আইডল (Idle) হাইড্রোকার্বন	০.৫% আয়তন ১২০০ পিপিএম
	বোঝাবিহীন (No Load) ২৫০০ থেকে ৩০০০ আরপিএম কার্বন মনোঅক্সাইড হাইড্রোকার্বন ল্যামডা	 ০.৩% আয়তন ৩০০ পিপিএম ১ $\pm$ ০.০৩
	ভিজুয়াল পরীক্ষা	নির্গমন পথে যুক্ত থ্রি - ওয়ে - ক্যাটালাইটিক কনভার্টার
ন্যাচারলি অ্যাসপিরেটেড ডিজেল চালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক	ধোঁয়ার ঘনত্ব ১.৬ মি. $^{-১}$ (৫০ এইচএসইউ)
টার্বোচার্জযুক্ত ডিজেলচালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক	ধোঁয়ার ঘনত্ব২.১মি. $^{-১}$ (৬০ এইচএসইউ)

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

পিপিএম ঃ **পার্টস পার মিলিয়ন**

এইচএসইউ ঃ **হার্টরিজ স্মোক ইউনিট**

মি$^{-১}$ ঃ **মিটার $^{-১}$**

অংশ-ঘ

টেবিল-১

রেজিস্ট্রেশনকৃত পেট্রোল/সিএনজি চালিত মোটরযান (In-use vehicles) এর নিঃসরণ মানমাত্রা

মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত		১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত		**জানুয়ারি** ২০১৫ হতে রেজিস্ট্রেশনকৃত	
		কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)
চার চাকাবিশিষ্ট যান							
পেট্রোল চালিত	আইডল স্পীড	৪.৫	১২০০	১.০	১২০০	০.৫	১২০০
	ফাস্ট আইডল ২৫০০-৩০০০আরপিএম	-	-	০.৫	৩০০ λ= ১.০ $\pm$ ০.৩	০.৩	২০০ λ= ১.০ $\pm$ ০.৩
সিএনজি চালিত	আইডল স্পীড	১.০	১২০০	১.০	১২০০	০.৫	১২০০
	ফাস্ট আইডল ২৫০০-৩০০০আরপিএম			০.৫	৩০০ λ= ১.০ $\pm$ ০.৩	০.৩	২০০ λ= ১.০ $\pm$ ০.৩
চার স্ট্রোক	আইডল স্পীড	৭.০	৩০০০	৪.৫	৩০০০	৪.০	২০০০
দুই স্ট্রোক	আইডল স্পীড	৭.০	১২,০০০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
তিন চাকাবিশিষ্ট সিএনজি চালিত যান							
সব ধরনের যান	আইডল স্পীড	৩.০	১২০০	১.০	১২০০	১.০	১২০০

টেবিল-২

রেজিষ্ট্রেশনকৃতডিজেল ইঞ্জিন চালিত মোটরযান (In-use vehicles) এর নিঃসরণ মানমাত্রা

ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	নিঃসরণ মানমাত্রাএইচএসইউ (মি.$^{-১}$)		
		১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিষ্ট্রেশনকৃত	১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হতে ৩১ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনকৃত	**জানুয়ারী** ২০১৫ হতে রেজিষ্ট্রেশনকৃত
ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন	৬৫ (২.৫)	৬৫ (২.৫)	৬০ (২.১)
টার্বোচার্জড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন	৭২ (৩.০)	৭২ (৩.০)	৬৫ (২.৫)

অংশ- ঙ

মোটরযানের রেজিষ্ট্রেশন পরবর্তী নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা

মোটরযানের ধরণ	রেজিষ্ট্রেশন পরবর্তীপ্রথম নিঃসরণ পরীক্ষণের জন্য গাড়ীর বয়স	বছরে নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা
হালকা মোটরযান (পেট্রোল/ সিএনজি)	৩	১
থ্রি হুইলার (পেট্রোল/ সিএনজি)	১	১
মোটর সাইকেল	১	১
সিএনজি বাস	১	১
সব ধরণের ডিজেলচালিত যান	১	১

তফসিল- ৫
যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ এবং ২৩ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া*	**হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)**	**৬৫**

*** সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাণকৃত।**

তফসিল- ৬
ঘ্রাণ মানমাত্রা
[বিধি২১,২৩]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
এসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫-৫.০
এমোনিয়া	পিপিএম	১-৫
হাইড্রোজেন সালফাইড	পিপিএম	০.০২-০.২০
মিথাইল ডাই সালফাইড	পিপিএম	০.০০৯-০.১০
মিথাইল মারক্যাপটান	পিপিএম	০.০২-০.২০
মিথাইল সালফাইড	পিপিএম	০.০১-০.২০
স্টাইরিন	পিপিএম	০.৪-২.০
ট্রাইমিথাইলএমিন	পিপিএম	০.০০৫-০.০৭

শর্তাবলীঃ

(১) যে কোন নির্গমন/নিঃসরণ নল ৫ মিটারের অধিক উচ্চতা সম্পন্ন তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারনভাবে যে নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিম্নরূপঃ

$Q = 0.১০৮ \times He^2Cm$ (যেখানে Q = গ্যাস নিঃসরণের হার Nm^3/ঘন্টা)

He = নিঃসরণ নলের উচ্চতা

Cm = উপরোক্ত বর্ণিত মানমাত্রা (পিপিএম)

তফসিল - ৭
পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
[বিধি - ২৩]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১।	pH		৬-৯
২।	বিওডি	মি: গ্রা:/লি:	৩০
৩।	টোটাল নাইট্রোজেন	”	১৫
৪।	নাইট্রেট	”	২৫০
৫।	ফসফেট	”	৩৫
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (এস এস)	”	১০০
৭।	উষ্ণতা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	৩০
৮।	কলিফর্ম	প্রতি ১০০ মি: লি:-এ সংখ্যা	১০০০
৯।	Oil & Grease	মি: গ্রা:/লি:	১০
১০।	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	২০০

শর্তাবলীঃ

(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি পানি প্রবাহে নিক্ষেপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।

(২) চুড়ান্ত নিক্ষেপনের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।Residual Chlorine (ক্লোরিন) ০.২ মি: গ্রা:/লি: বেশি হওয়া যাবে না।

তফসিল-৮

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা
[বিধি - ২৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	অভ্যন্তরীন ভূপৃষ্ঠস্থ পানি (১)	গণপয়ঃ পদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ (২)	সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	এমোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৪০	৫০	৫০
২।	এমোনিয়া (মুক্ত এমোনিয়া হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৫		৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.২	০.২	০.২
৪।	বিওডি $_{৫}$২০$^{\circ}$C	মি: গ্রা:/লি:	৩০	২৫০	১০০
৫।	বোরণ	মি: গ্রা:/লি:	২	২	৪.০
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	২	১	২
৭।	ক্লোরাইড	মি: গ্রা:/লি:	৬০০	৬০০	-
৮।	ক্রোমিয়াম (TotalCr হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.৫	১.০	১
৯।	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	২০০	৪০০	২৫০
১০।	ক্রোমিয়াম (HexavalentCr হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.১	২.০	১
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১.০	৩.০	৩
১২।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	২	১৫	১৫
১৩।	সালফাইড (S হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১	-	৫
১৪।	আয়রণ (Fe হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৩	৩	৩.৫
১৫।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১০০	-	১০০
১৬।	লেড (Pb হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.১	১.০	২.০
১৭।	ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	২	১.০	২
১৮।	মার্কারী (Hg হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.০১	০.০১	০.০১
১৯।	নিকেল (Ni হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১.০	২.০	৫
২০।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১০	-	২০
২১।	তৈল এবং গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০	২০	২০
২২।	ফেনল যৌগাদি(C_6H_5OH হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১.০	৫	৫
২৩।	দ্রবীভুত ফস**ফরাস** (P হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৫.০	-	-
২৪।	তেজস্ক্রিয় দ্রব্য	**Bq**:/লি:	বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য	-	-
২৫।	পিএইচ (pH)	মি: গ্রা:/লি:	৬-৯	৬-৯	৬-৯
২৬।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫	০.০৫	০.০৫
২৭।	জিংক (Zn হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৫	১৫	১৫
২৮।	উষ্ণতা	সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।	-	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৫^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

২৯।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	মি: গ্রা:/লি:	১০০	৫০০	১০০
৩০।	সায়ানাইড (Cn হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	০.১	২.০	০.২
৩১।	টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন	মি: গ্রা:/লি:	১.২	-	১.২
নতুন প্যারামিটার সংযোজন					
৩৩।	Bio assay test (কেবলমাত্র বালাইনাশক ও ঔষধ কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)		৯০% মাছ৯৬ ঘন্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকবে।	৯০% মাছ৯৬ ঘন্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকবে।	৯০% মাছ৯৬ ঘন্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকবে।

শর্তাবলীঃ

১। তফসিল-১০-এর অধীনে বর্ণিত শিল্প শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমুহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রয়োজ্য হইবে।

২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহুর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহুর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে কোন সময় তাৎক্ষনিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না । কোন স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমুহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীন ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘী/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী,ঝর্ণা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। নোটাংশে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোন নির্গমন কোন গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভুমিতে সংঘটিত হইলে সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

৭। কোন অবস্থাতে ভূগর্ভস্থ পানি কোন প্রক্রিয়ায় দূষণকরা যাইবে না।

৮। ভূগর্ভে শিল্পের অপরিশোধিত তরল বর্জ্য কোন অবস্থাতে নিঃসরণ, সংরক্ষণ এবং প্রবেশ করা যাইবে না।

তফসিল-৯
শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা

(বিধি - ২৩ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	মানমাত্র
১।	**বিদ্যুৎকেন্দ্র**	
	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	১। বস্তুকণা (**mg/Nm3)**	
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	১। ক) ৫০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	১। খ) ১০০
	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১। গ) ৩৫০
	২। সালফার ডাইঅক্সাইড **(ppm)**	
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২। ক) ৩২০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	২। খ) ৪৫০
	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	২। গ) ৬৪০
	৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমুহ **(ppm)**	৩। ক) ৩৫০
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	৩। খ) ৩৫০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	৩। গ) ৩৫০
	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	
	৪। মার্কারি(mg/Nm^3)	০.২
	তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	১। বস্তুকণা (**mg/Nm3)**	
	(ক) ২০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১। ক) ১০০
	(খ) ২০০ মেগাওয়াট এর নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১। খ) ১০০
	২। সালফার ডাইঅক্সাইড **(ppm)**	
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২। ক) ৩২০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	২। খ) ৪৫০
	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	২। গ) ৪৫০
	৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমুহ **(ppm)**	
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	৩। ক) ১৮০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	৩। খ) ১৮০
	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	৩। গ) ১৮০
	গ্যাসভিত্তিকবিদ্যুৎকেন্দ্র	
	১। বস্তুকণা (**mg/Nm3)**	
	(ক) ২০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১। ক) ৬০
	(খ) ২০০ মেগাওয়াট এর নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১। খ) ৬০
	২। সালফার ডাইঅক্সাইড **(ppm)**	২। ক) ২০
	ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২। খ) ২০
	খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	

	গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে ৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমুহ **(ppm)** ক) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক খ) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট গ) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে ষ্ট্যাকের সর্বনিম্ন উচ্চতা (মিটারে) (১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক (২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট (৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	২। গ) ২০ ৩। ক) ৫০ ৩। খ) ৪০ ৩। গ) ৩০ ২৭৫ ২২০ $\mathbf{H=১৪(Q)^{০.৩}}$ H=ষ্ট্যাকের উচ্চতা (মিটারে) Q = নিঃসৃত SO_2এর পরিমান কিলোগ্রাম/ঘন্টা
২।	ক্লোরিন(mg/Nm^3)	১৫
৩।	হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাস্প ও কুয়াশা(mg/Nm^3)	৩৫
৪।	সার্বিক ক্লোরাইড F (mg/Nm^3)	৩৫
৫।	সালফিউরিক এসিড কুয়াসা(mg/Nm^3)	২৫
৬।	লেড বস্তুকণা (mg/Nm^3)	৫.০
৭।	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমুহ	
	(ক) ধাতুতাপন চুল্লী(Furnace)	২০০ ppm
৮।	বস্তুকণা(mg/Nm^3)	
	(ক) বাত্যাচুল্লী(Air Furnace)	৫০০
	(খ) ইটের ভাটা	৫০০
	(গ) কোকচুল্লী	৫০০
	(ঘ) চুনের ভাটা	২৫০
	(ঙ) পাথর ভাঙ্গা	৫০০
	(চ) ষ্টিল মিল	৭৫

তফসিল-১০

শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা

(বিধি - ২৩ দ্রষ্টব্য)

(ক) সারকারখানা

নাইট্রোজেন সম্বলিত সারকারখানা

তরলবর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	মানমাত্রা mg/l এককে উপস্থিতি সীমা
১	২	৩
১।	অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন হিসাবে	৫০
২।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন	১০০
৩।	ফ্রি অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন হিসাবে	৫
৪।	পি এইচ ($P^{H)}$	৬.০-৯.০
৫।	ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে মোট)	০.৫
৬।	ষড়যোজী Cr	০.১
৭।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০
৮।	তৈল ও গ্রীজ	১০
৯।	বর্জ্য পানি নির্গমন	১০ ঘন মিটার/টন ইউরিয়া
১০।	তাপমাত্রা	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^0 সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3এককে উপস্থিতি সীমা
১।	ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার	বস্তুকণা	১৫০(শুষ্ক পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ (Dry Dedusting) ৫০ (আর্দ্র পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ ও নতুন প্ল্যান্ট)
২।		এ্যামোনিয়া	১০০

ফসফেট জাতীয় সার কারখানা

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিসীমা
১	২	৩	৪
১।	ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে ফ্লুরাইড (মৌল ফ্লুরিন হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	১০
২।	ফসফেট, মৌল P হিসাবে	মি: গ্রা:/লি:	৫
৩।	প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে	মি: গ্রা:/লি:	১০০
৪।	ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে) মোট	মি: গ্রা:/লি:	০.৫
৫।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী Cr)	মি: গ্রা:/লি:	০.১
৬।	তৈল ও গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
১।	গ্রানিউলেশন, মিক্সিং ও গ্রাইণ্ডিং সেকশন	বস্তুকণা	mg/Nm^3	১৫০
২।	ফসফরিক এসিড পদ্ধতি	সার্বিক ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	mg/Nm^3	২৫
৩।	সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাইঅক্সাইড		
		DCDA	kg/t সালফিউরিক এসিড (১০০%)	৪
		SCSA	kg/t সালফিউরিকএসিড (১০০%)	১০
		সালফিউরিক এসিড বাস্প	mg/Nm^3	৫০

খ) বস্ত্রকারখানা(ওয়াশিং, ডায়িং ওপ্রিন্টিং)

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	**মানমাত্রা**
১।	**pH**		৬-৯
২।	রং	pt-Co	১৫০
৩।	তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^0 সেলসিয়াসের বেশী হবে না।
৪।	প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা(এসএস)	মি: গ্রা:/লি:	১০০
৫।	বিওডি $_{৫}$২০°C	মি: গ্রা:/লি:	৩০
৬।	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	২০০
৭।	সার্বিকত দ্রবীভূত কঠিন বস্তু	মি: গ্রা:/লি:	২১০০*
৮।	তৈল ও গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০
বিশেষ স্থিতিমাপ (ডায়িং বা প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)			
৯।	সার্বিক ক্রোমিয়াম, মৌল Cr হিসাবে	মি: গ্রা:/লি:	০.৫
১০।	সালফাইড, মৌল S হিসাবে	মি: গ্রা:/লি:	২.০
১১।	ফেনলজাতীয় যৌগসমুহ (C_6H_5OH হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	৫.০
১২।	কপার	মি: গ্রা:/লি:	০.২৫
১৩।	সায়ানাইড	মি: গ্রা:/লি:	০.২
১৪।	এন্টিমনি	মি: গ্রা:/লি:	০.০১
১৫।	লেড	মি: গ্রা:/লি:	০.১
১৬।	ক্যাডমিয়াম	মি: গ্রা:/লি:	০.০৫
১৭।	কোবাল্ট	মি: গ্রা:/লি:	০.৫
১৮।	নিকেল	মি: গ্রা:/লি:	১.০
১৯।	জিঙ্ক	মি: গ্রা:/লি:	২.০

*সামুদ্রিক পানিতে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গ) মন্ড ও কাগজ শিল্প

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১।	**pH**		৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মি:গ্রা:/লি:	১০০
৩।	বিওডি $_{৫}$২০$^{\circ}$C	মি: গ্রা:/লি:	৩০
৪।	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	২০০
৫।	বর্জ্য পানি প্রবাহ	মি: গ্রা:/লি:	কৃষিজ কাঁচামাল ভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৫০ ঘনমিটার, বর্জ্য কাগজ ভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২৫ ঘনমিটার
৬।	তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।
৭।	বর্ণ	হেজেন	২০

(ঘ) সিমেন্ট শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

চিমনির মাধ্যমে নিঃসরণ (Stack Emissions)

উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিসীমা
১. সকল সেকশন	বস্তুকণা	mg/Nm^3	২৫০
২.ক্লিংকারগ্রাইন্ডিং ইউনিটসমূহ	বস্তুকণা	mg/Nm^3	
	দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা		২০০
	দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা		৩০০
	দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা		৪০০
৩. মার্কারী বস্তুকণা		(mg/Nm^3)	০.২

ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions)

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিসীমা
বস্তুকণা	µg/Nm^3	১০০০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ পরিমাপ পদ্ধতি

১. High Volume /Repirable type Sampler দিয়ে কমপক্ষে ৪ ঘন্টার জন্য বাতাসের ভাটিতে (Downwind direction) পরিমাপ করতে হবে;

২. নিঃসরণের উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়লার

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিসীমা
১। কালি ও বস্তুকণা (জ্বালানীভিত্তিক)		
(ক) কয়লা	mg/Nm³	৫০০
(খ) গ্যাস		১০০
(গ) তৈল		৩০০
২। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (জ্বালানীভিত্তিক)		
(ক) কয়লা	mg/Nm³	৬০০
(খ) গ্যাস		১৫০
(গ) তৈল		৩০০
৩। মার্কারি এবং মার্কারি যৌগসমূহ(Hg- Mercury &Mercury compounds) **(কেবলমাত্র কয়লা জ্বালানী ব্যবহারকারী বয়লারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)**	mg/m³	০.০৩
৪। সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	mg/m³	২৫০
৫। নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO_2)	mg/m³	১৫০

(চ) নাইট্রিক এসিড প্ল্যান্ট

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
১)নাইটোজেনের অক্সাইডসমূহ	কেজি/টন এসিড	৩

(ছ) ডিষ্টিলারী

তরল বর্জ্য

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
১) pH		৬-৯
২) প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	মি: গ্রা:/লি:	১০০
৩) বিওডি$_{৫}$২০$^{\circ}$C	মি: গ্রা:/লি:	৫০
৪) তৈল ও গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০
৫) তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

(জ) চিনি শিল্প

তরল বর্জ্য

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
১) pH		৬-৯
২) প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	মি: গ্রা:/লি:	**১০০**
৩) বিওডি$_{৫}$২০°C	মি: গ্রা:/লি:	**৫০**
৪) সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	**২৫০**
৫) তৈল ও গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০
৬) বর্জ্য পানি নির্গমন (প্রতি টন পেষণকৃত আখের জন্য)	ঘন মিটার/টন	০.৫
৭) তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

গ্যাসীয় নিঃসরণ

আখের ছোবরা (bagasse) জ্বালানী ব্যবহারকারী বয়লার নিঃসৃত বস্তুকণা		একক	**উপস্থিতি সীমা**
	ষ্টেপগ্রেড	mg/Nm^3	২৫০
	পালসেটিং/হর্সশু	mg/Nm^3	৫০০
	স্প্রেডার ষ্টোকার	mg/Nm^3	৮০০

(ঝ) ট্যানারী শিল্প

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
১।	pH		৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মি: গ্রা:/লি:	**১০০**
৩।	বিওডি$_{৫}$২০°C	মি: গ্রা:/লি:	**৩০**
৪।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	**১**
৫।	টোটাল ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি: গ্রা:/লি:	**১**
৬।	তৈল ও গ্রীজ	মি: গ্রা:/লি:	১০
৭।	প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যপানি (ঘনমিটার)	ঘন মি:/টন	৩০ (ঘ:মি:/টন)
৮।	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	**২০০**
৯।	ক্লোরাইড	মি: গ্রা:/লি:	**১০০০**
১০।	সালফেট	মি: গ্রা:/লি:	**৩০০**
১১।	টোটাল নাইট্রোজেন	মি: গ্রা:/লি:	**১০**
১২।	টোটাল ফসফরাস	মি: গ্রা:/লি:	**২**
১৩।	ফেনোলস্	মি: গ্রা:/লি:	**০.৫**
১৪।	অ্যামোনিয়া	মি: গ্রা:/লি:	১০
১৫।	তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^{0} সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

(ঞ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ,ডেইরী, ষ্টার্চ ও পাটশিল্প

তরলবর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সীমা
০১	তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^0 সেলসিয়াসের বেশী হবে না।
০২	pH		৬-৯
০৩	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মি: গ্রা:/লি:	১০০
০৪	বিওডি৫ ২০°C	মি: গ্রা:/লি:	৩০
০৫	সিওডি	মি: গ্রা:/লি:	২০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ			
০৬	ষ্টার্চ	-	প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
০৭	পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ	-	প্রতিটন উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ১.৫ ঘনমিটার
০৮	দুগ্ধজাত দ্রব্য	-	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনমিটার

(ট) অপরিশোধিত তেল শোধনাগার (রিফাইনারী)

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	**স্থিতিমাপ**	**একক**	**উপস্থিতি সীমা**
১।	pH)		**৬-৯**
২।	তৈল ও গ্রীজ	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**১০**
৩।	বিওডি$_৫$২০°C	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**৩০**
৪।	ফেনলস	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.৫**
৫।	সালফাইড (মৌল সালফার হিসাবে)	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**১.০**
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**৫০**
৭।	সিওডি	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**১৫০**
৮।	বেনজিন	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.১**
৯।	বেনজো(এ) পাইরিন	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.২**
১০।	লেড	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.১**
১১।	নিকেল	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**১.০**
১২।	মারকারী	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.০১**
১৩।	কপার	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**১.০**
১৪।	সায়ানাইড	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	**০.১**
১৫।	তাপমাত্রা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^0 সেলসিয়াসের বেশী হবে না।

(ঠ) বালাইনাশক (ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফরমুলেশন)

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ		একক	মানমাত্রা
০১	পিএইচ (pH)		এস.ইউ	৬.৫-৮.৫
০২	তাপমাত্রা		সেলসিয়াস	জলাধারের তাপমাত্রার চেয়ে ৩^0 সেলসিয়াসের বেশী হবে না।
০৩	বিওডি(২০^0 C তাপমাত্রায় ৫ দিন)		মিগ্রাঃ/লিঃ	৩০
০৪	সিওডি	ফরমুলেশন ইউনিট	মিগ্রাঃ/লিঃ	২০০
		টেকনিক্যাল গ্রেড ইউনিট	মিগ্রাঃ/লিঃ	১০০
০৫	তৈল ও গ্রীজ		মিগ্রাঃ/লিঃ	১০
০৬	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (মোট)		মিগ্রাঃ/লিঃ	১০০
০৭	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা			৯০% মাছ ৯৬ ঘন্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকবে।
০৮	আর্সেনিক		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.২
০৯	কপার		মিগ্রাঃ/লিঃ	১.০
১০	ম্যাঙ্গানিজ		মিগ্রাঃ/লিঃ	১.০
১১	মার্কারি		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
১২	এন্টিমনি		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.১
১৩	জিংক		মিগ্রাঃ/লিঃ	১
১৪	টিন		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
১৫	নিকেল (ভারী ধাতু হিসেবে)			খাবার পানির মানমাত্রার চেয়ে ৫ গুণের বেশি হবে না।
১৬	সায়ানাইড		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.২
১৭	নাইট্রেট		মিগ্রাঃ/লিঃ	৪৫
১৮	ফসফেট		মিগ্রাঃ/লিঃ	৫.০
১৯	ফেনল ও ফেনলিক কম্পাউন্ড		মিগ্রাঃ/লিঃ	১.০
২০	সালফার		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০৩
২২	কারবোনিল		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
২৩	কপার সালফেট		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০৫
২৪	কপার অক্সিক্লোরাইড		মিগ্রাঃ/লিঃ	৯.৬
২৬	ডায়ামেথোয়েট		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.৪৫
২৮	এনডোসালফান		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
২৯	ফেনিট্রথিয়ন		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩০	ম্যালাথিয়ন		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩১	মিথাইল প্যারাথিয়ন		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩২	প্যারাকোয়াট		মিগ্রাঃ/লিঃ	২.৩
৩৩	ফেনাথোয়াট		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩৪	ফোরেট		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩৫	প্যারাপনিল		মিগ্রাঃ/লিঃ	৭.৩
৩৬	পাইরেথ্রামস্		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
৩৭	জিরাম		মিগ্রাঃ/লিঃ	১.০
৩৮	অন্যান্য কীটনাশক (পৃথকভাবে)		মিগ্রাঃ/লিঃ	০.০১
		দ্রষ্টব্য: নির্গত তরল বর্জ্যের মোট দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS), সালফেটস এবং ক্লোরাইড এর মাত্রা, বর্জ্য যে পরিবেষ্টক পানিতে নির্গমন করা হবে তার মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।		

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
০১	হাইড্রোক্লোরিক এসিড	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	২০
০২	ক্লোরিন	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	৫
০৩	হাইড্রোজেন সালফাইড	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	৫
০৪	ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড (ফসফরিক এসিড হিসাবে)	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	১০
০৫	এ্যামোনিয়া	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	৩০
০৬	বালাইনাশক মিশ্রিত বস্তুকণা	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	২০
০৭	মিথাইল ক্লোরাইড	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	২০
০৮	হাইড্রোজেন ব্রোমাইড	মিঃগ্রাঃ /ঘনমিটার	৫

(ড) ব্যাটারী প্রস্তুত শিল্পঃ

১) লেডএসিড ব্যাটারী প্রস্তুত শিল্প

ক) গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	উৎস	দূষণ	মানমাত্রা (মিঃগ্রাঃ/ঘনমিটার)
০১	গ্রিড কাষ্টিং	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০২	অক্সাইড ম্যানুফ্যাকচারিং	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০৩	পেস্ট মিক্সিং	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০৪	সংযোজন	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০৫	পিভিসি সেকশন	ক) বস্তুকণা	১৫০

নোট: উপরিল্লিখিত সকল সেকশন হতে নির্গত বাতাস হুড ও ফ্যান সংযোজিত স্ট্যাক এর মাধ্যমে নির্গত করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফিল্টার ও ভেনচ্যুরি স্ক্রাবার স্থাপন করতে হবে। স্ট্যাক এর উচ্চতা কমপক্ষে ৯০ ফুট বা ৩০ মিটার হতে হবে।

খ) তরল বর্জ্য নির্গমন

স্থিতিমাপ	মানমাত্রা (মিঃগ্রাঃ/লিটার)
pH	৬.৫-৮.৫
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	৫০
লেড	০.১

গ) সেকেন্ডারী লেড স্মেলটার (চুল্লী)

স্থিতিমাপ	মানমাত্রা (মিঃগ্রাঃ/ঘনমিটার)
লেড	৫
বস্তুকণা	৫০
ন্যুনতম স্ট্যাক উচ্চতা	৩০ মিটার

২) ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুত শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	মানমাত্রা (মিঃগ্রা/ ঘনমিটার)
বস্তুকণা	৫০
ম্যাঙ্গানিজ	৫

নোট: উপরিল্লিখিত সকল সেকশন হতে নির্গত বাতাস হুড ও ফ্যান সংযোজিত স্ট্যাক এর মাধ্যমে নির্গত করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফিল্টার ও ভেনচ্যুরি স্ক্রাসার স্থাপন করতে হবে। স্ট্যাক এর উচ্চতা কমপক্ষে ৯০ ফুট বা ৩০ মিটার হতে হবে।

তরল বর্জ্য নির্গমন

স্থিতিমাপ	**মানমাত্রা** (মিঃগ্রাঃ/লিটার)
পিএইচ (pH)	৬.৫-৮.৫
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০
ম্যাঙ্গানিজ	২
মারকারী	০.০২
জিংক	৫

(ঢ) রং(পেইন্ট)কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমন

ক্রমিক নং	**স্থিতিমাপ**	**একক**	**মানমাত্রা**
			মিঃগ্রাঃ/লিঃ (pH ব্যতীত)
০১	pH	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	৬.০-৮.৫
০২	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	১০০
০৩	বিওডি [BOD_5(২০^0 C তাপমাত্রায় ৫ দিন)]	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	৩০
০৪	ফেনলস	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	১
০৫	তৈল ও গ্রীজ	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	১০
	সিওডি	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	২০০
০৬	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা		৯০% মাছ৯৬ ঘন্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকবে।
০৭	লেড (**Pb**)	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	০.০৫
০৮	ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট)	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	০.১
০৯	কপার	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	২.০
১০	নিকেল	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	২.০
১১	জিংক	মিঃগ্রাঃ/লিঃ	৫.০

তফসিল-১১
ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি

[বিধি ১১ (১), ১২(১), ১৩(১), ২৫ দ্রষ্টব্য]

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প।

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণি	ফি
হলুদ	২,০০০
কমলা	৫,০০০
লাল	১০,০০০

ফুট নোট ঃ ফি-র উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-১২
পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি

[বিধি ১১(১), ১২(১), ১৩(২), ১৪(২) (ক) ২৬ দ্রষ্টব্য]

১.শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ

পরিবেশগত ছাড়পত্র এবংছাড়পত্র নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	আইটেমের বিস্তারিত বিবরণ	রেট/মূল্য	
১	২	৩	৭	৮
পরিবেশ অধিদপ্তর ৪৫৪১	২৬৮১	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	পরিবেশ গত ছাড়পত্র ফি	নবায়ন ফি (টাকা)
		ক) ১(এক) লক্ষ হতে ৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	২,৫০০	কলাম ৭ এ বর্ণিত ফি এর এক চতুর্থাংশ
		খ) ৫(পাঁচ) লক্ষ হতে ১০(দশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০	ঐ
		গ) ১০(দশ) লক্ষ হতে ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৮,০০০	ঐ
		ঘ) ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ১(এক) কোটির মধ্যে	১৫,০০০	ঐ
		ঙ) ১(এক)কোটি হতে ৫(পাঁচ) কোটির মধ্যে	৩০,০০০	ঐ
		চ) ৫(পাঁচ) হতে ২০(বিশ) কোটির মধ্যে	৬০,০০০	ঐ
		ছ) ২০(বিশ) কোটি হতে ৫০(পঁঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	১,২০,০০০	ঐ
		জ) ৫০(পঁঞ্চাশ) কোটি হতে ১০০ (একশত) কোটির মধ্যে	১,৬০,০০০	ঐ
		ঝ) ১০০ (একশত) কোটি হতে ২০০ (দুইশত) কোটির মধ্যে	২,৬০,০০০	ঐ
		ঞ) ২০০ (দুইশত) কোটি হতে ৫০০(পাঁচশত) কোটির মধ্যে	৪,০০,০০০	ঐ
		ট) ৫০০(পাঁচশত) কোটি হতে ১০০০(এক হাজার) কোটির মধ্যে	৫,২৫,০০০	ঐ
		ঠ) ১০০০(এক হাজার) কোটি হতে ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটির মধ্যে	৬,৫০,০০০	ঐ
		ড) ২০০০০(বিশ হাজার) কোটির উর্দ্ধে	৮,০০,০০০	ঐ

ফুট নোট ঃ ছাড়পত্র ও নবায়ন ফি-র উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

২. ইটভাটা ঃ-

পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	আইটেমের বিস্তারিত বিবরণ	রেট/মূল্য	
১	২	৩	৭	৮
পরিবেশ অধিদপ্তর ৪৫৪১	২৬৮১	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)
		ক) ১(এক) লক্ষ হতে ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষের	২৫০০০	কলাম ৭ এ বর্ণিত ফি এর এক চতুর্থাংশ
		খ) ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ১(এক) কোটির মধ্যে	৩০০০০	ঐ
		গ) ১(এক)কোটি হতে ৫(পাঁচ) কোটির মধ্যে	৪০০০০	ঐ
		ঘ) ৫(পাঁচ) কোটির উর্দ্ধে	৬০০০০	ঐ

ফুট নোট ঃ ছাড়পত্র ও নবায়ন ফি-র উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল -১৩

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্যের নমুনা

স্থিতিমাপ		ফি (টাকা)
১।	কলিফর্ম	২,০০০
২।	ক্লোরিণ	১,০০০
৩।	টোটাল হার্ডনেস	১,০০০
৪।	আয়রণ	১,৬০০
৫।	ক্যালসিয়াম	১,৬০০
৬।	ম্যাগনেসিয়াম	১,৬০০
৭।	বর্ণ (Colour)	৩০০
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	৪০০
৯।	pH	৪০০
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১,২০০
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	৮০০
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	৮০০
১৩।	এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন	১,৬০০
১৪।	আর্সেনিক	২,০০০
১৫।	বোরণ	৩,২০০
১৬।	ক্যাডমিয়াম	২,০০০
১৭।	সিওডি	১,৬০০
১৮।	বিওডি	১,৬০০
১৯।	ক্লোরাইড	১,০০০
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট	২,০০০
২১।	ক্রোমিয়াম, মোট	২,০০০
২২।	সায়ানাইড	১,৬০০
২৩।	ফ্লুরাইড	১,৬০০
২৪।	লেড	২,০০০
২৫।	মারকারী	২,০০০
২৬।	নিকেল	২,০০০
২৭।	জৈব নাইট্রোজেন	১,৬০০
২৮।	তৈল ও গ্রীজ	১,২০০
২৯।	ফসফেট	১,৬০০
৩০।	ফিনোল	১,৬০০
৩১।	সালফেট	১,৬০০
৩২।	জিঙ্ক	১,০০০
৩৩।	তাপমাত্রা	৩০০
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	৪০০
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	৪০০
৩৬।	পি-এ্যালকানিটি	১,০০০
৩৭।	টি-এ্যালকানিটি	৮০০
৩৮।	এ্যাসিডিটি	৮০০
৩৯।	কার্বণ-ডাই-অক্সাইড	৮০০
৪০।	ক্যালসিয়াম হার্ডনেস	১,০০০
৪১।	ডিও	১,২০০
৪২।	নাইট্রেট	১,৬০০
৪৩।	নাইট্রাইট	১,৬০০
৪৪।	সিলিকা	১,২০০

(খ) বায়ুর নমুনা

স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১। এস, পি, এম	৩,০০০
২। পিএম ১০	৩,০০০
৩। পিএম ২.৫	৩,০০০
৪। সালফার ডাইওঅক্সাইড	৩,০০০
৫। নাইট্রাস অক্সাইড	৩,০০০
৬। কার্বন মনোঅক্সাইড	১,২০০
৭। লেড	২,০০০

(গ) শব্দের নমুনা

স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১। শব্দ	৮০০

(ঘ) বিশেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/খুলনা বিভাগ / বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বছর ওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত	
(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৯,০০০
(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	১৮,০০০
২। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ / সিলেট বিভাগ/খুলনা বিভাগ / বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের নদীর পানির সকল মনিটরিং স্টেশনের বছরওয়ারী তথা বা উপাত্ত	
(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	১২,০০০
(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	১৮,০০০
৩। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ / সিলেট বিভাগ/খুলনা বিভাগ / বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং স্টেশনের বায়ুর বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত	
(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৭,০০০
(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	১২,০০০
৪। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টান ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্টানসমূহের ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ গবেষকবৃন্দদের ব্যবহারের জন্য	সংস্থা প্রধান/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান /বিভাগীয় প্রধান-এর লিখিত অনুরোধ পত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিনামূল্যে

ফুট নোট ঃ ফি-র উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-১৪
শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণ বিষয়ে পালনীয় শর্তাবলী

[বিধি১০(৪),১২(১), ১৩(১), ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্পের বা শিল্প কারখানার উপযুক্ত অবস্থান নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশনাবলীঅনুসরণ করিতে হইবে।

১. সকল শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পের জন্য সাধারণনির্দেশনাবলী ঃ

ক) ১) ঐ সকল স্থান যা প্রতিবেশগত গুরুত্বের বিবেচনায় আইন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা অথবা প্রতিবেশগতসংকটাপন্ন এলাকা অথবা আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হইয়াছে সেই সকল এলাকাতে কোন শিল্প ইউনিট/ প্রকল্প-এর অবস্থান গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২) উপযুক্ত ইটিপি স্থাপন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মজুতকরণ, সবুজ বেষ্টনী তৈরী ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান আছে এমন স্থান নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩) সরকার ঘোষিত বন্যা প্রবাহ অঞ্চলেশিল্প বা প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করা যাইবে না।

৫) শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনবসতির মাঝে নিরাপদ দূরত্ব থাকিতে হইবে।

২. শিল্প ও প্রকল্পের শ্রেণী ভিত্তিক অবস্থানের সাধারণ নির্দেশনাবলী ঃ

ক) সবুজ ও হলুদ শ্রেণীর শিল্প বা প্রকল্পের জন্য ঃ

১) আবাসিক এলাকায় কোন শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা যাইবে না।

২) মানমাত্রা অতিরিক্ত শব্দ, অতিরিক্ত ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস বা তরল বর্জ্য নির্গমণ হয় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এমন কোন শিল্প ইউনিট কোন বাণিজ্যিক এলাকাতে স্থাপন করা যাইবে না।

খ) কমলা ও লাল শ্রেণীর প্রকল্পের জন্য বিশেষ নির্দেশনাবলী ঃ

১) আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

৩) কোন বনভূমিকে রূপান্তর করে শিল্প স্থাপন বা উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৪) কোন ফসলী জমিতে শিল্প কারখানা স্থাপন বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

গ) কমলা ও লাল শ্রেণীর শিল্প বাপ্রকল্পনিম্নবর্ণিত স্থানে প্রদান করা যাইবে না।

১) প্রতিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাস্পর্শকাতর স্থানসমূহ যেমন বিপন্ন/হুমকিগ্রস্থ/স্থানীয় প্রজাতিসমূহের আবাসস্থল, জলাভূমি, পাহাড়, প্যারাবন, প্রবাল দ্বীপ, ইত্যাদি ।

২) সর্বসাধারনের ব্যবহার্য স্থানে প্রবেশাধিকার (Access) খর্ব হয় এমন স্থানসমূহ।

৩) বিনোদন/পর্যটন এলাকা অথবা তীর্থ স্থানসমূহে জনসাধারণ অবাধ যাতায়াত ও ব্যবহারের স্থানসমূহ।

৪) ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতি সৌধ এলাকা, পার্ক/ খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, প্রত্নতত্ত্ব এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক অথবা আইন দ্বারা যে সকল এলাকাকে স্পর্শকাতর চিহ্নিত করা হইয়াছে।

তফসিল-১৫
শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের ইআইএ ও ইএমপিপ্রতিবেদন তৈরির নির্দেশিকা

[বিধি ১৪ এর উপ-বিধি গ (অ) দ্রষ্টব্য]

সূচি	বর্ণনা
ইআইএ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ	প্রকল্পের বিবরণ, এর প্রতিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং প্রতিকার।
টিওআর (কার্যপরিধি)	প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলাপ আলোচনাপুর্বক টিওআর প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত টিওআর অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তার বিবরণ।
সূচনা	• প্রকল্পের সাধারণ পটভূমি। • উদ্যোক্তার পরিচিতি ও অতীত অভিজ্ঞতা। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরিচিতি। • প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও প্রকল্প ব্যয়। • প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ। • ইআইএ-এর স্বরূপ বাস্তবায়নকাল ও গৃহীত পদ্ধতি।
প্রকল্পের বিবরণ	• অবস্থান, আকার ও প্রকল্পের ক্ষমতা। • প্রকল্পের সাথে রাস্তা, রেল এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম। • প্রকল্পের নির্মাণ তফসিল ও মেয়াদকাল। • উৎপাদন/কর্ম-প্রক্রিয়া, উৎপন্ন দ্রব্য ও উপজাত। • প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও জ্বালানী ও অন্যান্য সেবা ও সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ। • প্রকল্পের ব্যবহৃত বিপদজনক রাসায়নিক দ্রব্যাদির ও এ সবের গুনাগুন, ব্যবহারের চাহিদা ও মজুত করার ব্যবস্থা। • সৃষ্ট কঠিন ও বিপদজনক বর্জ্য/আবর্জনা ও এ সবের ধরণ ও গুনাগুন। • বায়ু দূষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উৎস, মাত্রা, ধরণ/বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। • পানি দূষণের উৎস, তরল বর্জ্যের পরিমাণ এবং রে ধরণ ও বৈশিষ্ট্য। • শব্দ দূষণ (প্রকল্প অপারেশন ও কার্যক্রম এবং যানবাহন থেকে) ।
সম্পদ ও যোগানের চাহিদা	• প্রকল্প ও আনুসঙ্গিক কাজে মোট ভূমির চাহিদা। • প্রকল্পের কাঁচামাল, এর উৎস ও পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • জ্বালানীর চাহিদা ও উৎস। • নির্মাণ ও অপারেশন পর্যায়ে জনবলের চাহিদা।
পরিবেশগত অবস্থার বিবরণ ও চিত্র	• প্রকল্প সমীক্ষাভুক্ত এলাকায় বিদ্যমান দূষণ ও এর ধরন (যদি থাকে) । • প্রকল্প এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক ও মর্ফোলজি বিষয়ে বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • প্রকল্প এলাকার টপোগ্রাফী, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। • প্রকল্প ও সমীক্ষাভুক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহার। • প্রকল্প ও সমীক্ষাভুক্ত এলাকার পরিবেষ্টক বায়ু ও জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্যাদি। • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদ প্রাচুর্য, বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী এবং এসবের নির্ভরতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ব্যবহার ভাগীদার ও কনফ্লিক্ট। • জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি। • নাজুক ধারকসমূহ ও প্রতিবেশগত ব্যবস্থাদি। • বন্যা প্রবাহ সীমারেখা ও বন্যা প্রবনতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • পরিবেষ্টক শব্দ ও যানবাহনের ঘনত্ব ।

	• প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে পরিবর্তিত হবে এমন ফিচারসমূহের প্রকল্পপূর্ব অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার বিস্তারিত তথ্য চিত্র। • আর্থ-সামাজিক চিত্র।
(পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ/ব্যাপকতা নিরূপন এবং মূল্যায়ন)	• প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে বায়ু, পানি এবং মাটি-তে প্রকল্পের প্রভাব। • প্রকল্পের দ্বারা ভূমি ও ভূমি ব্যবহারের উপর প্রভাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • নাজুক ক্ষেত্রসমূহে ইসিএ, পাহাড়, জলাভূমি ইত্যাদিতে প্রকল্পের প্রভাব। • প্রকল্পের কাজে ও যান চলাচলে পরিবেষ্টক বায়ুর উপর প্রভাব। • পানি, পানির প্রাপ্যতা ও মানের উপর প্রকল্পের প্রভাব। • পানির আধার ও এসবের ধারণ ও সহন ক্ষমতার উপর প্রভাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • পারিপার্শ্বিক ভূমি, পানি ও মানব বসতির উপর রাসায়নিক ও বর্জ্য পদার্থ সমূহের ষ্টোরেজ হ্যান্ডিলিং-এর প্রভাব। • শব্দের দ্বারা শ্রমিক ও এলাকাবাসির উপর প্রভাব। • প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব।
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা	• পুনঃস্থাপন (Relocation) ও পুনর্বাসন (Rehabilitation &Resettlement) সংক্রান্ত পরিকল্পনা । • জরুরী দূর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা। • পুনর্বাসন পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। • পানি, মাটি ও বায়ু দূষণ রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা । • পরিবেশে তরল বর্জ্যের শূন্য নিঃসরণ পরিকল্পনা। • সম্পদ ও শক্তি সংরক্ষণ ও সাশ্রয়মূলক ব্যবস্থা । • শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । • কঠিন/ক্ষতিকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা । • ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। • কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও হাইজিন নিশ্চিত করণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। • সবুজ বেষ্টনী পরিকল্পনা। • ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । • কমিউনিটি ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা। • কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিন, রেষ্ট হাউজ ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির পরিকল্পনা • যান চলাচল, পার্কিং, সড়ক নিরাপত্তা আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। • আপদকালীন সময়ের জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাদির পরিকল্পনা। • অপরিহার্য প্রভাবসমূহের ক্ষতিপুরণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা। • প্রকল্পের সকল পর্যায়ে পরিবীক্ষণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের রূপরেখা। • প্রকল্পের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা। • অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি ৩(তিন) বছরে একবার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা।